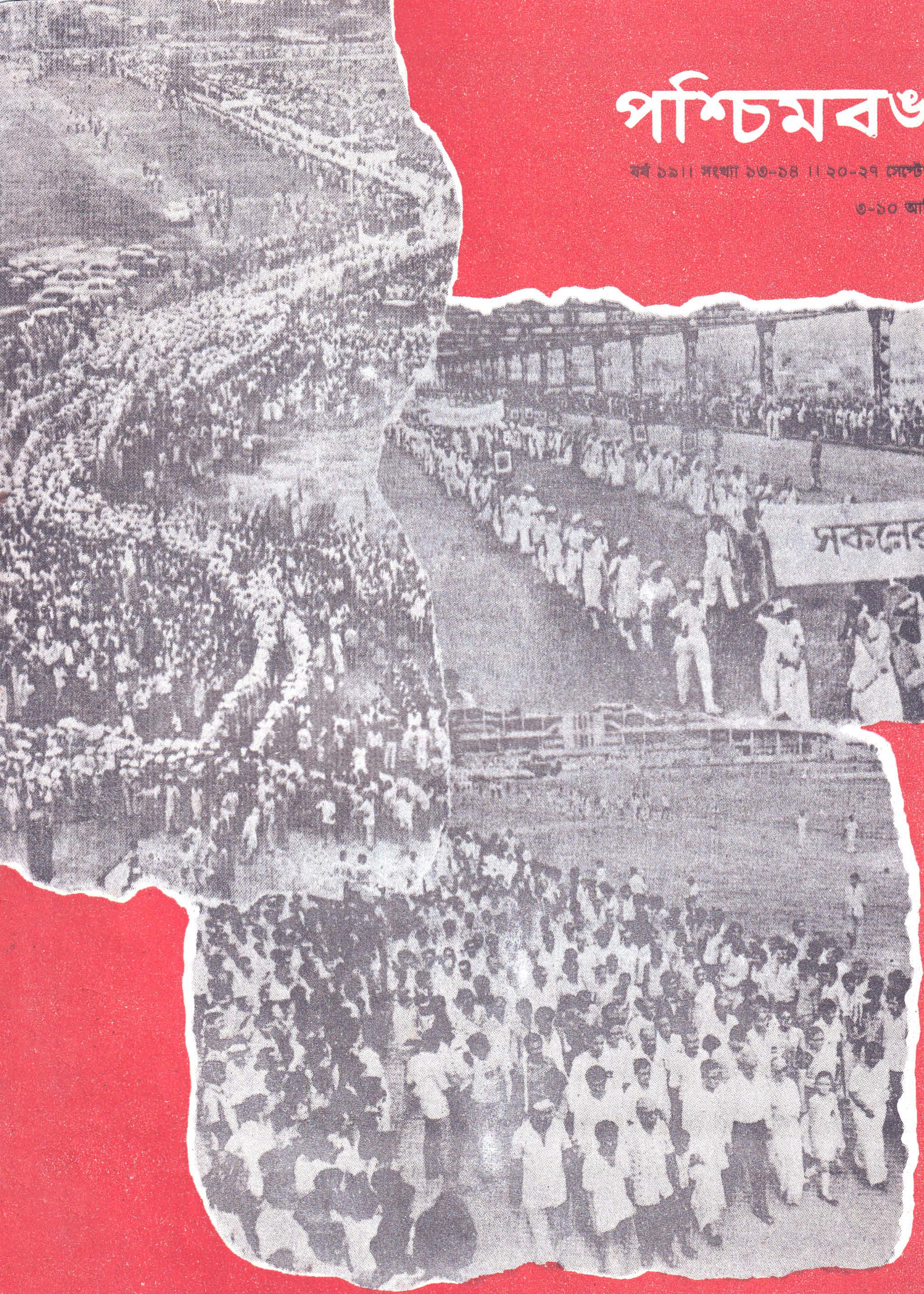
পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১৯।। সংখ্যা ১৩-১৪ ।। ২০-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
৩-১০ আশ্বিন ১৩৯২





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



পদ যাত্রার সমাপ্তিতে হলদিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু পদযাত্রীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

ছবিঃ অরিজিৎ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ

২০-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

সম্পাদকীয় দপ্তরঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়সূচি

সরকারি বিবৃতি ও ঘোষণা

জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিবন্ধ

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে চার যুবকদের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে হলদিয়ায় পদযাত্রা।

প্রচ্ছদঃ শ্রীসমরেশ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৯ ।। সংখ্যা ১৩-১৪ ।। ২০-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ।। ৩-১০ আশ্বিন ১৩৯২

বাংলার যুবশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে ঐতিহাসিক এই পদযাত্রায়

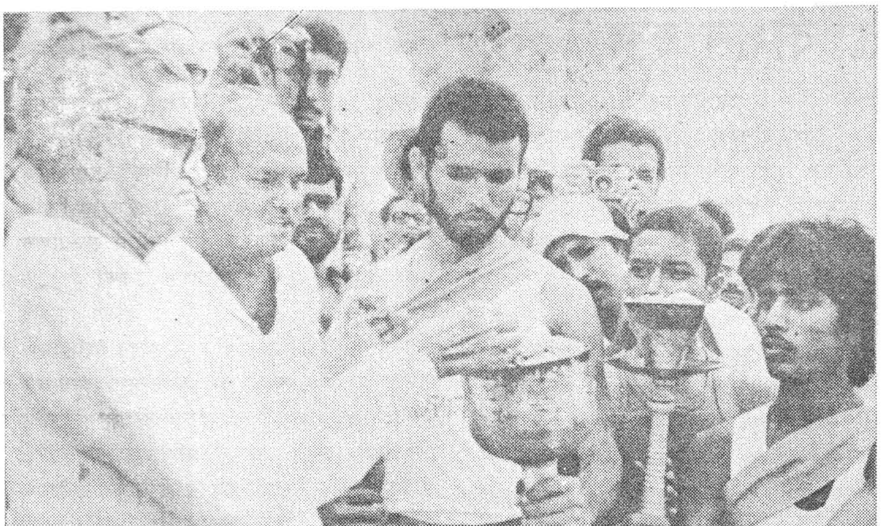
হলদিয়ার হেলিপ্যাড ময়দানে গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে বিশাল এক জনসমাবেশে বিধান নগরের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে আসা পদযাত্রীদের স্বাগত এবং অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু বলেছেন—এই ঐতিহাসিক পদযাত্রা দেশের যুবশক্তির কাছে একটা উল্লেখযোগ্য নজির হয়ে থাকবে। বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে হাজার হাজার যুবক-যুবতীর এই মিলিত প্রয়াস।

যুবসমাজ নবশক্তির প্রতীক, অনুপ্রেরণার উৎস। সুদূর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে হলদিয়া পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৫০ কি মি পথ পরিক্রমা করে বাংলার এই বীর পদযাত্রীরা এ কথা আর একবার প্রমাণ করলেন। আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উদ্‌যাপন অনেকেই অনেকভাবে করছেন। আমরা শুধু এটাকে একটা অনুষ্ঠান হিসেবেই আন্তর্জাতিক যুববর্ষ পালন করছি না। যুবশক্তির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য। এই পদযাত্রা আমাদের লক্ষ্য পূরণের পথে একটি বিক্ষিপ্ত ও বাস্তব পদক্ষেপ। বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই পদযাত্রার সামিল হয়ে সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য শিক্ষা এবং সকলের জন্য স্বাস্থ্যের আবেদন জানিয়েছেন। এ জিনিস সচরাচর দেখা যায় না।

—মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রস্তুতি কমিটি আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণ থেকে যে বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করেছিলেন হলদিয়ায় তা শেষ হল। কিন্তু এই পদযাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলেও যুবসমাজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আরও কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তাদেরও কাজ করতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়



বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রী সরোজ মুখোপাধ্যায় পদযাত্রীদের হাতে প্রজ্বলিত মশাল তুলে দিয়ে পদযাত্রার উদ্বোধন করছেন।

নয় কিস্তি মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা

অর্থমন্ত্রী শ্রীঅশোক মিত্র ৩৪৬ ধারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নয় কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

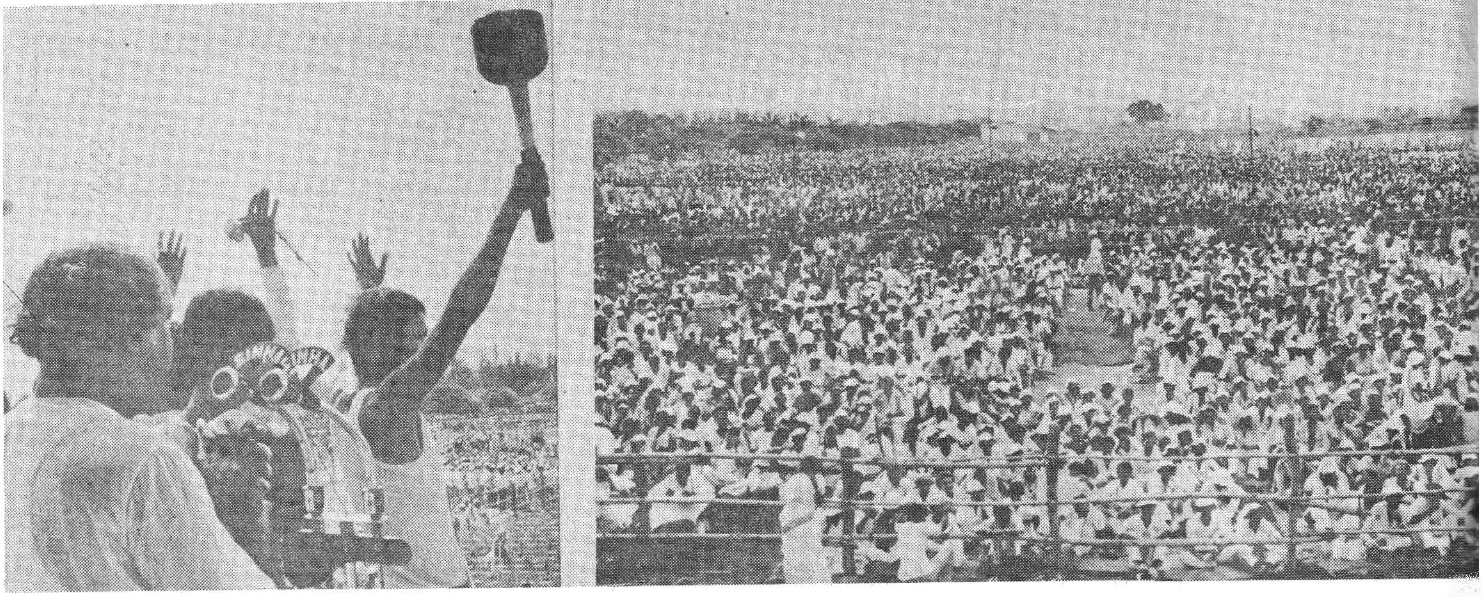
১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রা সরকারি কর্মচারী এবং বেসরকারি শিক্ষায়তন, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি উদ্যোগ প্রভৃতির কর্মীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার অভিপ্রায়ের কথা ঘোষণা করেন। সেই থেকে রাজ্য সরকার তার সামর্থ্য অনুযায়ী ও অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বোচ্চ সংখ্যক অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার কিস্তিগুলি মঞ্জুর করেছেন। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আটাশ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা দেয়া হয়েছে।

২। চলতি বছরের শুরুতে তিনিটি কিস্তি

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে হলদিয়া পদযাত্রা



হলদিয়ায় পদযাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পদযাত্রীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন যুবকল্যাণমন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী সামনে পদযাত্রীদের সমাবেশের একাংশ।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন—আমাদের দেশে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম আছে। স্বাভাবিক কারণেই এখানে সব শ্রেণীর স্বার্থ সমানভাবে দেখা হয় না। মুষ্টিমেয় শ্রেণীর স্বার্থই এখানে রক্ষা করা হয়ে থাকে। আমরা যারা বামপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাস করি তারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকেও একের পর এক জনকল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। আমরা সব শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা এবং কাজ দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের সরকার সব সময়ই জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে জনসাধারণের জন্য কাজ করছে। যুবসমাজকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। যুব সমাজ যাতে বিপথে চালিত না হয় সে ব্যাপারে আমরা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। এদের ঠিক পথে ঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যুবকরাও তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করুন যে তারা শুধু অধিকারই চান না, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্বও পালন করেন। পদযাত্রীরাও নিজেদের দায়িত্ব পালন করার শপথ নিন, অন্যদের দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করুন।

এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী। গত ১৪ সেপ্টেম্বর,১৯৮৫ তারিখে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রী সরোজ মুখোপাধ্যায় পদযাত্রীদের হাতে যে প্রজ্জ্বলিত মশাল তুলে দিয়ে পদযাত্রার উদ্বোধন করেছিলেন শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী সেই মশালটি গ্রহণ করেন। শ্রী চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন—এই ঐতিহাসিক পদযাত্রার অভূতপূর্ব সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজকে নতুন প্রেরণা দেবে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

মুখ্যমন্ত্রী এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর, তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শম্ভু মান্ডি, কলকাতার মেয়র শ্রী কমল বসু এবং কয়েকজন বিধায়ক, সংসদ সদস্য সহ বহু বিশিষ্ট জননেতা, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই পদযাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র 'নন্দন'-এর উদ্বোধন হল

দিনটা ছিল ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, বিকেল ৫টা। বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্মিত পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন। এই কেন্দ্রের নাম করণও করলেন তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে—'নন্দন'।

প্রথমে নন্দনের দ্বার দেশে প্রস্তর ফলকের আবরণ উন্মোচন করলেন তিনি, তার পর নন্দনের মূল প্রেক্ষাগৃহ ফেস্টিভাল হল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায় উচ্ছ্বসিত করতালি ধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করলেন এই চলচ্চিত্র কেন্দ্র ভারতের মধ্যে শুধু প্রথমতম নয়, সব দিক থেকেই এ কেন্দ্র অনন্য ও সর্বোত্তম। এই কেন্দ্র নির্মাণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র উৎসাহী ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের একটা অনেক দিনের অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলেন। যাঁরা একান্ত মনে প্রত্যাশা করেছিলেন রাজ্যসরকার ভালো চলচ্চিত্রের ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য কিছু করুন। এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে শ্রীরায় বললেন, এখানে একমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাণ করা ছাড়া সব কিছুই করা যাবে এবং করবার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি রাজ্যসরকারকে আন্তরিক সাধুবাদ জানালেন এমন একটি অপূর্ব চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণ করবার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু প্রধান অতিথির ভাষণে বললেন, আজ পশ্চিমবাংলার মানুষদের এক বড় আনন্দের দিন। কারণ আজ 'নন্দনে'র উদ্বোধন হল। আজ পশ্চিমবাংলা, তথা ভারতবর্ষে যাঁরা ভাল ছবি তৈরি করেন বা তৈরি করতে চান, তাঁদের একটি বহু দিনের স্বপ্ন সার্থক হল। সফল হল।

শ্রীবসু বললেন, পাঁচবছর আগে যখন এই কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, তখন ঠিক করা হয়েছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ কেন্দ্রটি পরিচালনা করতে সাহায্য করবার

শেষাংশ , পর পৃষ্ঠায়,

মহার্ঘ্যভাতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মঞ্জুর করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান হারের চাইতে ১১ কিস্তিতে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। অষ্টম অর্থ কমিশন কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে সুপারিশ করা সত্ত্বেও ১৯৮৪-৮৫ সালে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে না দেওয়ায় এ রাজ্যের খুবই অসুবিধে হয়েছে এবং বলতে গেলে এজন্যেই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে এতটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে।

৩। এসব সত্ত্বেও আমরা জানি যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে আমাদের কর্মচারীদের যে দুঃখকষ্ট হচ্ছে তা লাঘব করতে কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে নেওয়া প্রয়োজন। এজন্যে স্থির হয়েছে যে ১ অক্টোবর, ১৯৮৫ থেকে তিন কিস্তি অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করা হবে।

৪। সীমিত সম্পদের কথা মনে রেখে আমরা ঐ একই তারিখ থেকে আরো পাঁচ কিস্তি মঞ্জুর করতে মনস্থ করেছি। ঐ টাকা দু বছরের জন্য জমা থাকবে একটি বিশেষ তহবিলে এবং এ বাবদ সুদ দেওয়া হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের হারের চেয়ে ২ শতাংশ বেশি হারে। এই পরিকল্পের বিস্তৃত খুঁটিনাটি তৈরি করা হচ্ছে।

৫। আরো একটি কিস্তি নগদে দেওয়া হবে চলতি অর্থ বছরের আওতায়, ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

৬। এই নয় কিস্তি দেবার পরও আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হারের চেয়ে দুই কিস্তি পিছিয়ে থাকব। রাজ্য সরকার চেষ্টা করবেন যাতে ঐ কিস্তিগুলি এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রদেয় কিস্তিগুলিও যাতে পরবর্তী অর্থ বছরে মঞ্জুর করা যায়।

নন্দন-এর উদ্বোধন

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি তৈরি হবে, স্বয়ং সত্যজিৎ রায় হবেন তাঁর সভাপতি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, এই কেন্দ্র পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সরকার কোন নীতি নির্ধারণ করবেন না বা কোনরকম প্রভাব বিস্তারও করবেন না নিজস্ব নীতি প্রয়োগে। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সব নীতি নির্ধারন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে এটা খুব দুঃখের কথা যে বাংলা ছবি দেখাবার জন্যে তেমন বেশি সিনেমা হল নেই। তিনি জানালেন, বামফ্রন্ট সরকার সিনেমা হল নির্মাণ করবার জন্য অর্থসাহায্য দেবেন কিন্তু শর্ত থাকবে সেই সব হলে বাংলা ছবি দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নানা আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার ভারতের



সাংস্কৃতিক জগতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে এবং 'নন্দন' তারই এক গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন অবশেষে নন্দনের যাত্রা শুরু হল এবং তার যাত্রা পথে সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য। কেবলমাত্র রাজ্যসরকারের চেষ্টায় নয়, সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী ও পৃষ্ঠপোষকদের অতিরিক্ত প্রয়াসে এই নন্দন সম্পূর্ণ হতে পেরেছে। এর জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল মানুষকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে ২.১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই কেন্দ্র পরিচালনার জন্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। তাদের পরামর্শ ছাড়া এ কেন্দ্র পরিচালনা ক্ষেত্রে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

জাতীয় চলচ্চিত্র বিকাশ নিগমের চেয়ারম্যান শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় রাজ্যসরকারকে অভিনন্দন জানান এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর কেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্য। তিনি বলেন, তিনি ভারতের যেখানেই গেছেন, সেখানেই বলে এসেছেন কলকাতায় যাও, গিয়ে দেখে এস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্রের জন্য কী করেছেন।

ঐ দিন 'বাংলা চলচ্চিত্রের চালচিত্র' নামে একটি তথ্য চিত্র ও ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রদর্শিত হয়।

এই উদ্বোধন উপলক্ষে ৯ দিন ব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন হয় যাতে ভারতের বিভিন্ন খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকদের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া দুদিনব্যাপী আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা হয়, একটি ইংরাজীতে ও অপরটি বাংলায় যেখানে উৎপল দত্ত, আদুর গোপালকৃষ্ণণ, প্রেমাকরন্দ এনডিকে মূর্তি প্রমুখ বক্তারা অংশ গ্রহণ করেন।



চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু শ্রীসত্যজিৎ রায়

-ছবিঃ অজিত দাস

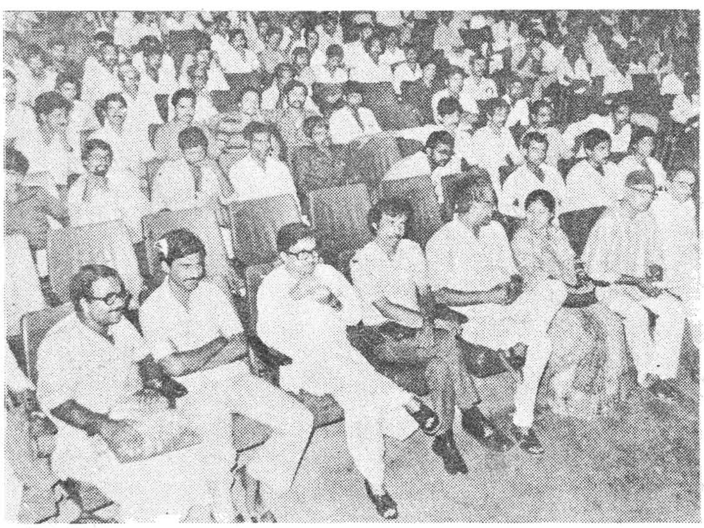
সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে 'যুবশক্তি'কে সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হবে

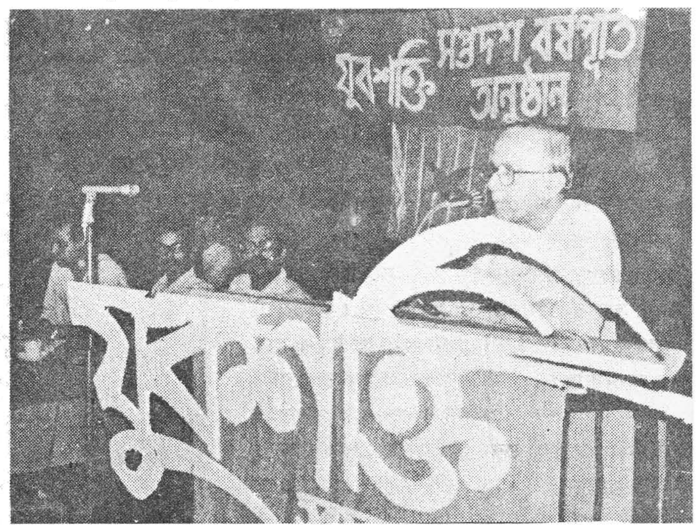
— মুখ্যমন্ত্রী

গণতান্ত্রিক যুবফেডারেশন ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অন্যতম বৃহত্তর যুব সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গেও যার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছে, কিন্তু যুব সংগঠনের মুখপত্র যুবশক্তি পত্রিকার সেই তুলনায় প্রসার ঘটেনি। এই দুর্বলতা কাটিয়ে পত্রিকার প্রচার ও প্রসার বাড়াতে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। কারণ যুবসমাজকে মতাদর্শগতভাবে সংগঠিত ও শিক্ষিত করতে হলে যুবশক্তি পত্রিকাকে সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতবর্ষে এখনও বহু যুবক রয়েছে যারা নানা সংকীর্ণ মনোভাবের শিকার হয়ে ভুল রাজনীতি করছে। তাদেরও সঠিক রাজনীতি দিতে হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুব সমাজের আত্মত্যাগের এক মহান ঐতিহ্য রয়েছে। বর্তমান সময়েও যুবকদের সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলতে হবে। কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষে এখনও যৌবনের অধিকার ও স্বপ্ন সফলতা লাভ করেনি। বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে কিন্তু জনগণের অনেক জরুরি ও সংগত প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ বেকার হলে যুবশক্তি পত্রিকার ১৭ তম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু যুব সমাজের উন্নত চেতনার বিকাশে যুবশক্তির ভূমিকা নির্দেশ করে উপরোক্ত মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংবিধানে সার্বজনীন শিক্ষা ও কাজের অধিকার ঘোষিত থাকা সত্ত্বেও তাকে কার্যকরী করা হচ্ছে না। ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে এমন একটি রাজনৈতিক দল যারা দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি সামন্ততন্ত্র এবং বিদেশী পুঁজির সঙ্গে আপোষ করে রাষ্ট্র পরিচালনায় আগ্রহী। তাই জনগণের মৌলিক সমস্যা উপেক্ষা করে বড়লোকের স্বার্থ রক্ষায় দেশের শিল্প, কৃষি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ভূমিসংস্কার সমস্ত ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ফলে সারা দেশে বেকারী, দারিদ্র্য, অসাম্য এবং জাতীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। যদিও মুখে অনেক প্রগতিশীল কথা তারা বলছেন কিন্তু কাজ হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল মাত্র ভোটে জেতার জন্যে এই দল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আঁতাত করেন। সাম্প্রতিক পঞ্জাব এবং আসামের ঘটনাও এই মনোভাবেরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হওয়ার মৌলিক কারণ হিসেবে কংগ্রেসের এই দেউলিয়া রাজনীতি দায়ী বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। শ্রী বসু বলেন, সারা দেশে বিভিন্ন সংকীর্ণ সব কারণে দাঙ্গা হচ্ছে। আদিবাসী হরিজনদের উপর নির্যাতন চলছে। পশ্চিমবঙ্গ বাদে দেশের প্রায় সর্বত্র ধর্ম, বর্ণ ও জাতপাতের বৈষম্য দেশের সংহতিকে সম্প্রীতিকে দারুণভাবে আঘাত হানছে। রক্তাক্ত ঘটনার সূত্রপাত ঘটাচ্ছে। এই কলঙ্ক দেশ থেকে দূর করতে হবে। দেশের বাইরে পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও শান্তির আন্দোলন প্রসারিত করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে সেবামূলক কাজেও যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করতে হবে। জনগণকে বোঝাতে হবে কার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গে একটি বামপন্থী সরকার থাকা সত্ত্বেও কেন অনেক জরুরি সমস্যা সমাধান হচ্ছে না; কে এর জন্য দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নিদারুণ বৈষম্য কেন্দ্রীয় সরকার বিগত কয়েক বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তিনি তা তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারের পক্ষে যা করা সম্ভব তার উদ্যোগ কি ভাবে নেওয়া হচ্ছে তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে সল্টলেক ও হলদিয়ায় যৌথ উদ্যোগে শিল্প বিকাশের কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শ্রী বরেন বসু। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যুবশক্তি পত্রিকার সম্পাদক সংসদ সদস্য শ্রী সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও রাজ্য সম্পাদক শ্রী রবীন দেব।





যুবশক্তি পত্রিকার ১৭তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু

ছবিঃ অজিত দাস

।। পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রকেন্দ্র 'নন্দন'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্র ।।

চলচ্চিত্র ও সামাজিক সচেতনতা

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র 'কেন্দ্র 'নন্দন'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত 'চলচ্চিত্র ও সামাজিক সচেতনতা' বিষয়ক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী বক্তারা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের আরও বেশি দায়িত্ব সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। অধিকাংশ বক্তাই বানিজ্যিক স্বার্থে ছবি তৈরি করার বর্তমান প্রবণতার নিন্দা করেছেন। যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে বাণিজ্যিক ছবি নির্মাতা তথা প্রযোজকদের মধ্যে। এটা সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। তবে আশার কথা এই যে, বেশ কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতা সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্বের কথা মনে রেখে ছবি তৈরি করছেন। সুস্থ ও সুষ্ঠু চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে তাঁদের ছবিতে।

গত ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে নবনির্মিত পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্রের মূল প্রেক্ষাগৃহে 'চলচ্চিত্র ও সামাজিক সচেতনতা' বিষয়ে যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় তাতে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনায় অংশ নেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আদুর গোপাল কৃষ্ণাণ আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন—এ ধরনের একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করলেন। বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাঁদের খেয়াল খুশি মতো ব্যবসায়িক স্বার্থে ছবি তৈরি করছেন। সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা একেবারেই মনে রাখছেন না। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারের ভূমিকাও অনেকটা নেতিবাচক। সেদিক থেকে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুস্থ সামাজিক চেতনা বাড়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী। এই সরকার প্রযোজিত ছবিগুলিতে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট প্রতীয়মান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নন্দন নামক এই সর্বাঙ্গ সুন্দর চলচ্চিত্র কেন্দ্রটি নির্মাণ করে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সামাজিক চেতনা বোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আর একটি বাস্তব পদক্ষেপ নিলেন।

বিশিষ্ট অভিনেতা তথা পারচালক শ্রী উৎপল দত্ত বলেন—চলচ্চিত্র সমাজের ওপর নানান ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ কথা মনে রেখেই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সুকৌশলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। ব্যবসায়িক ছবি নির্মাতারা শুধু অর্থ উপার্জনের কথাই ভাবেন না, যুব সমাজকে আদর্শভ্রষ্ট করার একটা প্রয়াসও তাঁদের মধ্যে কাজ করে। অন্য দিকে যে সমস্ত পরিচালক সমাজের সাধারণ মানুষকে সুস্থ পথে চালিত করতে চান তারা অনেক সময়ই নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভালো ছবি নির্মাণ করতে পারেন না। কাজেই তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।

চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রীমতী প্রেমা করন্থ চলচ্চিত্রে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন—পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের ভূমিকা বরাবরই গৌণ। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রেও এ জিনিস দেখা যায়। টাকার লোভে আবার অধিকাংশ অভিনেত্রী তাঁদের মান, সম্ভ্রম, মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে পরিচালকদের খুশিমতো যৌন প্রোরচনা মূলক অভিনয় করে থাকেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় এসেছে। নারী যাতে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেদিকে জোর দিতে হবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী মিহির ভট্টাচার্য। তিনি চলচ্চিত্রে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ইত্যাদির ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রী ভট্টাচার্যের পর ফিল্ম্ অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব্ ইন্ডিয়া-র প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রী এন.ভি.কে. মূর্তি বলেন—বাস্তবতার থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে সামাজিক এবং নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। এই দায় এবং দায়িত্ব পালন করা তাঁদের একান্ত কর্তব্য।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন যে সামাজিক সচেতনতার অভাব বর্তমান চলচ্চিত্রে খুব বেশি প্রকট। আর্ট ফিল্মগুলি অবশ্য ব্যতিক্রম। এই সব ছবি নির্মাতারা সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তা অনুসরণ করা দরকার।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সাংবাদিক নির্মল কুমার ঘোষ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সংস্কৃতি আধিকর্তা শ্রী সন্তোষ চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন এবং শ্রী প্রবোধ মৈত্র (যুগ্ম তথ্য অধিকর্তা) ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বাংলা চলচ্চিত্র সংকট ও সমাধানসূত্র

গত ৮ সেপ্টেম্বর ৮৫ সকাল নটায় রাজ্যসরকারের সদ্য উদ্বোধিত 'নন্দন'এর মূল প্রেক্ষাগৃহে বাংলা চলচ্চিত্র সংকট ও সমাধানসূত্র বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ছিল এর উদ্যোক্তা। চলচ্চিত্র প্রেমিক বহু গুণী শ্রোতার সমাবেশে মূল আলোচ্য বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে নির্দিষ্ট করে আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী তরুণ মজুমদার, প্রণব চৌধুরী, সেবাব্রত গুপ্ত, শিশির সেন, সলিলরঞ্জন ভৌমিক, তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ ও মালিনী ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায়।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অভ্যন্তরীণ সংকটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই দিনের প্রথম বক্তা প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রীতরুণ মজুমদার বলেন, চলচ্চিত্রের ভেতরের সংকটের সঙ্গে বাইরের সংকট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সংকট মোচনের চেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই কিন্তু তবু তা রয়ে গেছে। চলচ্চিত্রের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক দিকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে অথচ আজ সুস্থ রুচি সম্পন্ন ছবি অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়েছে। এই দুটো দিক মেলাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্ববিরোধী নীতি। শ্রীমজুমদার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দর্শকদের রুচি নিম্নগামী করার চেষ্টা করছে। দূরদর্শনের মাধ্যমে একদিকে তারা নিম্নরুচির ছবি দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করছে অন্যদিকে দিল্লীতে প্রতি বছর চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রের

সামাজিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ একথাও জোর গলায় প্রচার করছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই পংক্তিকেই স্মরণ করানো, 'ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা, বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র।

কুরুচিকর চিত্র প্রসংগে শ্রীমজুমদার বলেন, এসব চলতে দেওয়া মানেই ভালো ছবির ভিত্তিভূমিকে নষ্ট করে দেওয়া। আমাদের দেশে দর্শকদের মান এখনও গড়ে ওঠেনি ফলে খারাপ ছবিকে প্রতিরোধ করা ও ভালো ছবিকে সমাদর করার মত মানসিকতার একান্ত অভাব রয়েছে। তিনি দর্শকরুচির মানের উন্নতি ও ভালো চলচ্চিত্রের স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দিয়ে সুস্থ ও জীবনধর্মী চলচ্চিত্র প্রসারে বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়াসকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান। পশ্চিমবঙ্গে পোস্টার ও চলচ্চিত্রে দক্ষিণ ভারতের মত কিছু কুরুচিকর প্রদর্শন এখনও দেখা যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিনের দ্বিতীয় বক্তা শ্রী প্রণব চৌধুরী বলেন, দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পে বাইরের লক্ষী কমে গেছে, বাংলা চলচ্চিত্র তার ঔজ্জ্বল্যও হারাতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি স্টুডিও কমে গিয়ে এখন ৩টিতে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া চিত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের অভাব রয়েছে। নিম্নরুচির হিন্দি ছবি কলকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে দাপটের সঙ্গে চলছে। এ রাজ্যে ১১০টি হলের মধ্যে মাত্র ১৭টিতে বাংলা ছবি চলে। এই সব সমস্যা ছাড়াও আছে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগী মনোভাব।

চলচ্চিত্র শিল্পে সরকারের ভূমিকা প্রসংগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতীয় গণনাট্যসংঘের রাজ্য সম্পাদক শ্রীশিশির সেন বলেন, যে কোন জনকল্যাণমুখী সরকারের উচিত জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশে শিল্পীদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে সরকারের দায়িত্ববোধ আরও বেশি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। কারণ জনমনে চলচ্চিত্রের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অসাধারণ। শিল্পীর জীবিকা, নিরাত্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে ১৯৮০ সালে ইউনেস্কোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে শ্রী সেন বলেন, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয় কোন নজর নেই। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু তোষণ করছে একচেটিয়া মালিকদের, আর প্রশ্রয় দিচ্ছে আঞ্চলিকতাবাদের। বামফ্রন্ট সরকার এই পরিস্থিতিতেও সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে, তিনি তার প্রশংসা করেন। চলচ্চিত্রের স্বার্থে সরকারের কয়েকটি বিল কেন্দ্রের অনুমোদন না পাওয়ায় জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র অধিকর্তা শ্রী সলিলরঞ্জন ভৌমিক জানান, গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে তৈরি ১০টি ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এই সরকারের আমলে বেশ কয়েকজন তরুণ চিত্র পরিচালক সরকারি অর্থে ছবি নির্মাণ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এটা নিশ্চয়ই গর্ব ও আনন্দের বিষয়। প্রসঙ্গত তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বামফ্রন্ট সরকারের অবদান সম্পর্কেও আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলচ্চিত্র কেন্দ্র 'নন্দন' প্রতিষ্ঠা করে জনগণের সাংস্কৃতিক চাহিদা মোটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে--একথাও শ্রীভৌমিক জানান।

সাম্প্রতিক বাংলা ছবির আঙ্গিক ও বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রী তপন সিংহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে এখনও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ে ব্যর্থভাবে নাড়াচাড়া হচ্ছে কিন্তু চরিত্রগুলোর অন্তর্নিহিত সুর নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনাই নেই। বোম্বাই ছবির ঢং-এ নাচ-গান-ভায়োলেন্স ঢোকানো হচ্ছে। অথচ বাংলায় সাংস্কৃতিক উপাদানের অভাব নেই। শ্রীসিংহ বর্তমান কালের তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালকদের সম্ভাবনাময় চিত্র ও তাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তবে বিষয় নির্বাচনে কিছু একঘেঁয়েমি এসে যাচ্ছে বলেও তিনি অভিমত দেন। প্রসঙ্গত 'নন্দন' প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অভিনন্দন জানান।

তরুণ চলচ্চিত্রকার শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এই আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, আঙ্গিক ও বিষয় পরস্পরের পরিপূরক। নতুন পরিচালকরা এই দুটিকেই মেলাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর মতে নতুনদের সাফল্য ও অসাফল্যের উৎস পঞ্চাশের দশকের ছবি থেকেই। ঐ সময় থেকেই চলচ্চিত্রের ভাষা খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। তাঁর মতে বরুয়ার ছবিতে নয়, নতুন ফর্মের অবদান এসেছে উদয়ের পথে, ছিন্নমূল, তের নদীর পারে, সত্যজিৎ ও ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে। শ্রীদাশগুপ্তর মতে চলচ্চিত্রের যে নিজস্ব দৃশ্য-ভাষা-আঙ্গিক ইত্যাদি আছে তা প্রথম এদেশে আমাদের উপলব্ধি করালেন সত্যজিৎ রায় তাঁর পথের পাঁচালী উপহার দিয়ে। তিনি জোতির্ময় রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, বারীণ সাহা, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, প্রমুখের ছবি নিয়েও আলোচনা করেন। শ্রীদাশগুপ্ত জানান, নতুন চলচ্চিত্রকারদের মতে ছবি তৈরির সময় দর্শকদের মানসিকতা, গ্রহণ-ক্ষমতা সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা দস্তুর মত কাজ করে থাকে।

সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন ও বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ে আলোচনা প্রসংগে তরুণ চলচ্চিত্রকার শ্রী গৌতম ঘোষ বলেন, সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলা চলচ্চিত্রকে তেমন স্পর্শ করেনি। তবে কিছু চলচ্চিত্রকারের কাজে এসবের প্রতিফলন হয়েছে, দর্শককে তা নাড়াও দিয়েছে—তেমন ব্যাপকভাবে তা অবশ্য হয়নি। প্রসঙ্গত তিনি সমসাময়িকতার ওপর সফল ছবি হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ও আপনজন এর উল্লেখ করেন। নাট্যজগতে সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব বেশি পড়েছে বলেও শ্রী ঘোষ মনে করেন। প্রসঙ্গত তিনি গণনাট্য আন্দোলনের উল্লেখ করেন। তিনি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মী ও চলচ্চিত্র কর্মীদের মধ্যে যোগসূত্র রচনার আহ্বান জানান। এছাড়া জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্য নিজস্ব ফিল্ম ইউনিট খোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে ভেবে দেখার কথা বলেন।

আলোচনাচক্রে এদিনের শেষ বক্তা শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য দর্শকের রুচি ও বাংলা চলচ্চিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। দর্শক রুচি বা চাহিদার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা নিয়ে ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে দর্শক রুচির মূলে আছে চিরাচরিত কিছু অভ্যাস। তিনি বলেন, এই দেশে মুনাফা-লোভী ব্যবসায়ীরা চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চেতনার ওপর দখলদারি করে দর্শক-রুচিকে নিজেদের দিকে টেনে রেখেছে।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেন, মনোরঞ্জক সুস্থ রুচির ছবি দেখার অধিকার আছে প্রত্যেক দর্শকেরই—এটা তাঁদের বুঝতে হবে আর সেজন্য এগিয়ে আসতে হবে সৎ ও শক্তিশালী চলচ্চিত্রকারদের। নিম্নরুচির ছবির বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে ক্রমাগত ভালো ছবি উপহার দিয়ে। ভালো ছবি সঠিকভাবে দর্শককে তুলে দিতে পারলে তবেই প্রশ্ন করা যাবে দর্শক কী ধরনের ছবি চান।

এদিনের আলোচনাচক্রের সূত্রধর ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-অধিকর্তা শ্রীসনৎ চট্টোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক

"মঞ্জুষার" উদ্দেশ্য গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা — শ্রী সুনীল মজুমদার

মহাজনের শোষনের কবল থেকে গ্রাম-বাংলার অবলুপ্ত প্রতিভাধর হস্তশিল্পীদের পুনরুজ্জীবিত করাই পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম পরিচালিত সংস্থা তন্তুজ, মঞ্জুষা-এ সকল সংস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় এই সকল সংস্থার উদ্যোগে অগণিত হস্তশিল্পী ভাই-বোনেরা তাঁদের জিনিষগুলি নায্য দামে বিক্রয়ের বাজার পেয়েছেন-আর ক্রেতা সাধারণ ও সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্টমানের জিনিস পাচ্ছেন। বেশ কিছু বেকার ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, গ্রামীণ অর্থনীতি ব্যবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করে এক নজীর সৃষ্টি করেছে। বলাবাহুল্য, প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতাই-সাফল্যের চাবিকাঠি।

সম্প্রতি, সিউড়ী শহরে কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স এ পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্পে উন্নয়ন নিগম পরিচালিত "মঞ্জুষা" বিপণন শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে কথাগুলি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ভূমি, ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুনীল মজুমদার।

পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্পে উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন-এ জাতীয় সংস্থা লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়, কারণ বিক্রয়ের সিংহভাগই হস্তশিল্পীদের পারিশ্রমিক হিসাবে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রতিভাধর হস্তশিল্পীদের অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা কষ্ঠের লাঘব করা মঞ্জুষার মূল উদ্দেশ্য। ১৯৮৫ সালে "মঞ্জুষার লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত জেলাশাসক, ম্যানেজিং ডিরেকটর, জেনারেল ম্যানেজার ও বীরভূম জেলাপরিষদের সহ-সভাপতি উক্ত অনুষ্ঠানে "মঞ্জুষার" ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন।

গ্রন্থাগারকে গণশিক্ষার মাধ্যম করে তোলার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে

শ্রী শৈলেন সরকার

সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্হাগার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং গ্রন্হাগারকে গণশিক্ষার মাধ্যম করে তোলার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। কথাগুলি বলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর ও নগর উন্নয়ন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার। শ্রী সরকার গত ১০ সেপ্টেম্বর টাউন হলে স্থানীয় গ্রন্হাগার প্রাঠিকারের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। শ্রী সরকার বলেন যে স্বাধীনতার পর আজও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এক বৃহদংশ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন যে সমাজের এই বৃহৎ অংশকে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সর্বজনীন শিক্ষা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার গ্রন্হাগারকে বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করে গণশিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে গ্রন্হাগারকে সক্রিয় করে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক শ্রী কে এম রাজেন্দ্রকুমার। এই উপলক্ষে দুটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। প্রথমার্ধের আলোচনার বিষয় ছিল-গ্রন্হাগার পরিচালন ও গ্রন্হাগার আইন। আলোচনায় অংশ নেন মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বসাক, শুভেন্দু পাল, সুনীল বাগচী, গৌতম চ্যাটার্জী, সত্যব্রত সেন (উপ-অধিকর্তা) ও রামকৃষ্ণ সাহা, বঙ্গীয় গ্রন্হাগার পরিষদের কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য। দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনায় বিষয় ছিল গন্হাগার ও বয়স্ক শিক্ষা। আলোচনায় অংশ নেন বিশ্বনাথ কুন্ডু, শুভাশিস চৌধুরী, হরিপদ ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন ও মহকুমা তথ্য আধিকারিক মধুসূদন চৌধুরী। অধ্যাপক সত্য চৌধুরী আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন। দুটি আলোচনাতেই মালদা জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রন্হাগারের গ্রন্হাগারিকেরা অংশ নেন। এই উপলক্ষে কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্হ ও পান্ডুলিপি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

স্বল্প সঞ্চয়ে মন্দিরবাজার ও কুলপি ব্লক

গত আর্থিক বছরে কুলপি ব্লকে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে ১৬ লক্ষটাকা সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে ওই সংগৃহীত অর্থ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দেড়লক্ষ টাকা বেশি। কুলপি ব্লকে ৫টি আদর্শ স্বল্প সঞ্চয় গ্রাম তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ৩টি বিদ্যালয়ে সঞ্চায়িকা প্রকল্প চলছে। ২জন মহিলাসহ ৯জন এজেন্ট এই ব্লক কাজ করছেন।

অন্যদিকে মন্দিরবাজার ব্লকে গত ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৫ লক্ষ টাকা স্বল্প সঞ্চয়ে সংগৃহীত হয়েছে। ৬টি বিদ্যালয়ে সঞ্চায়িকা প্রকল্প চলছে। তাছাড়া ৬টি গ্রাম আদর্শ স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের আওতায় এসেছে। ২জন মহিলাসহ ৯জন এজেন্ট মন্দিরবাজার ব্লকে কাজ করছেন।



মঞ্জুষার বিপনন শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষনরত মন্ত্রী শ্রী সুনীল মজুমদার।

হলদিয়া অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর হলদিয়ায় একটি অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এটি রাজ্যের ৭৬ তম অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র।

উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী বলেন, হলদিয়া উপনগরীতে শিল্পোন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি তার কারণ এখানে রাসায়নিক কারখানা ও জাহাজ মেরামতির কারখানা স্থাপনের যে প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিলেন তা রক্ষিত হয় নি। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার হলদিয়ার অবস্থানগত সুযোগ সুবিধার কথা মনে রেখে এখানে যৌথ উদ্যোগে রাসায়নিক কারখানা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে যে ছোট ছোট কলকারখানাগুলি গড়ে উঠবে তাতে পশ্চিমবাংলার তীব্র বেকার সমস্যার কিছুটা অন্তত সমাধান হবে।

হলদিয়া শিল্প নগরীতে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এমন অবস্থায় একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু নানা বাধা বিপত্তির দরুন এই অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রটি এখানে স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। আজ এই কেন্দ্রটি উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে হলদিয়ার একটি দীর্ঘদিনের অপূর্ণতা দূরীভূত হল বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন। দমকল কর্মীদের তৎপরতা ও সাহসের প্রশংসা করে মন্ত্রী দমকল বাহিনীর কাজের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য জন সাধারণকে অনুরোধ জানান।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হলদিয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটীর চেয়ারম্যান শ্রী বলাইদাস ভৌমিক পৌরোহিত্য করেন এবং স্থানীয় বিধায়ক শ্রীলক্ষ্মণ শেঠ অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রটি নির্মাণের প্রেক্ষাপট বিশদভাবে বর্ণনা করেন।



হলদিয়া অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর।

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অষ্টমবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

ঝাড়গ্রাম মহকুমা তথ্য কেন্দ্রে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ বেলা ২টায় ঝাড়গ্রাম মহকুমা তথ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ঝাড়গ্রাম স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পুরস্কার বিতরণী উৎসবের আয়োজন হয়। গত ১৭, ১৮ অগাস্ট ৮৫ এই মহকুমার সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল আবৃত্তি, গান, নজরুল ও রবীন্দ্রসংগীত, প্রশ্ন উত্তরের প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ লেখা, লোকগীতি, বসে আঁকা, বিতর্ক ইত্যাদি।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেষণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনশিক্ষা প্রসারের সম্পাদক শ্রীজলধর পতি, বিশেষ অতিথি মিউনিসিপ্যালিটি ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী হীরেন আইচ। আহ্বায়ক পলিটেকনিকের প্রফেসর শ্রী নীতীশ নিয়োগী, বলেন এই মহকুমার সমস্ত ছাত্র ছাত্রীকে মাত্র .৫০ পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা করা হয়। যে কোন এক্সরে খরচ হয়-১০ টাকা চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা খরচ পড়ে ২০, টাকা। বিনা পারিশ্রমিকে একজন করে ডাক্তার, কমপাউনডার, নার্স ও কিছু স্বেচ্ছাসেবী রূপে কাজ করছেন। উপহার দেওয়ার বইগুলি স্থানীয় লাইব্রেরীর সাহায্যে পাওয়া গেছে এই সংস্থার সদস্য এবং সেবায়তের শিক্ষক লালমোহন মাহাতো বলেন আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উপলক্ষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বর্তমানে অভাবের মধ্যে সবাইকে চলতে হয় সে জন্য শরীর ঠিক মত গড়তে পারে না। এই অবস্থার মধ্যে সবাইকে শরীর গড়তে হবে। সেই সঙ্গে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের কার্যকারিতার কথা বিশেষ করে বলেন। এই রূপ হেলথ হোম আরও যাতে গ্রামেগঞ্জে হয় সে জন্য জনগণ এবং ছাত্রদের সহযোগিতার কথা বলেন। আরও বলেন ঝাড়গ্রাম স্টুডেন্টস হেলথ্ হোম এর নিজস্ব জায়গা নেই। সেজন্য আর.বি.এম স্কুলে বৈকাল ৫টা থেকে সাতটা অবধি চিকিৎসা করা হয়। বিল্ডিং করার জন্য সরকারি অনুদান ৪৬ হাজার টাকা পাওয়া গেছে সত্বর মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে তৈরির ব্যবস্থা চলছে। শেষে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর সু-স্বাস্থের কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান বিজয়ী স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সার্টিফিকেট অব মেরিট-১৯৮৪

ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির হুগলি জেলায় রেডক্রশের উল্লেখযোগ্য সেবাকার্যের জন্য হুগলি জেলা রেডক্রশ শাখার সম্পাদক শ্রী কানাইলাল ঘোষকে "ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সার্টিফিকেট অব মেরিট-১৯৮৪" প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এই পুরস্কার শ্রী ঘোষকে আগামী ১ অক্টোবর দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী

সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য আমাদের গর্ব। বহুজাতি, বহুধর্ম নানা বর্ণ বহু বৈচিত্র্যের মিলনক্ষেত্র ভারতভূমি আমাদের গর্ব। বহুভাষাভাষীর মহানঐক্য তাও আমাদের গর্ব। গৌরবময় ভারতবর্ষের গর্ব আমাদের। কিন্তু প্রশ্ন হল এই আমরা কারা? আমরা কি সমগ্র সমাজের মানুষ? নাকি সমাজের উপরিতল মধ্যতল? এই গর্ব কি সমাজের নিম্নতলের মানুষগুলির মনে প্রাণে অনুভব করে?

নগরের উপকন্ঠে দেশলাই বাক্সের মত আলোবাতাশহীন 'অন্ধকূপ' খুপরীতে অসহ্য জীবন যন্ত্রণা নিয়ে বাস করছে শ্রমিক। আর গ্রামের প্রত্যন্তপ্রান্তে (অচ্ছুত বলেই প্রান্তে যাদের অবস্থান) তিন হাতি X পাঁচ হাতি ঝুপড়িতে বাস করেছে কৃষিশ্রমিক। ঝুপড়ির খুঁটিতে শিকেয় টাঙানো ভাতের হাঁড়ি, হাঁড়ির কানীয় দুচারটে ম্যাড়মেড়ে ভাত শুকিয়ে লেগে আছে, কাজের অভাব কাল রাতে রান্না হয়নি। বৌটা স্যাঁত সোঁতে মাটির মেঝেয় শুয়ে আছে, খিদেয় নাড়ী দুইছে, তার উপর রোগা ডিক ডিকে ছেলেটা মায়ের দুধহীন বুকটা টানছে অভ্যাস বসে। পুরুষ শ্রমিকটি বাইরে দাওয়ায় বসে আধপোড়া বিড়িটা মুখে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে, 'একমুঠো চাল কোথা পাই? কার কাছে গেলে দুটো টাকা ধার পাব।?' উপরের প্রশ্নগুলো এইখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। ঐ শ্রমিকটি বা শ্রমিকরা ভারতবর্ষে জন্মেছে বলে কি গর্ব অনুভব করে? যে ভারতবর্ষ দেশটার সম্বন্ধেই কিছু জানে-না, সেকি বহু বৈচিত্র্যের ঐক্যতানে মুগ্ধ হয়? সে কি দেখতে পায় আমাদের জন্মভূমি? অতীত ও বর্তমান ভারতকে? যার কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পদ তিল তিল করে গড়ে উঠেছে ওদেরই রক্ত দিয়ে?

উত্তরটা আপনা থেকেই এসে যায়। না। ওরা গর্ব অনুভব করেনা। কারণ? কারণ সে অশিক্ষা-কুশিক্ষা কুসংস্কারের অন্ধকারে পড়ে থেকে আর বর্তমানকে দেখে। দেখে তার কিছু নেই, নেই কোন কিছুর, উপর অধিকার। কেন নেই-এ প্রশ্নটা তার মনে উদয় হয়না, হলেও তা নিয়তি, কর্মফল, ভাগ্য ঈশ্বর শব্দ গুলোর মধ্যে চাপা পড়ে, নয়তো তার চারপাশের পরিমন্ডল ও শাসক শ্রেণীর বলির বাজনার মধ্যে হারিয়ে যায়। তার জন্য যা পড়ে থাকে তা হল সীমাহীন বঞ্চনা আর অন্তহীন শোষণ। গণতান্ত্রিক-অধিকারগুলির শুধু তাদের জীবনেই নয় আমাদের জীবনেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই আধিকারকে ঘিরেই যুগ যুগ ধরে চলেছে লড়াই আন্দোলন, যুদ্ধ, গৃহ যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ। এই অধিকারকে ঘিরেই ঘটছে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, আমরা ভারতবাসী' এই অখণ্ডবোধ গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ-বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এই অধিকারের পরিধি জীবন জীবিকা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল পর্যন্ত ব্যাপক-বিস্তৃতি। ভারতবর্ষের-বিরাট অংশের মানুষ আজ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর বঞ্চিত বলেই আজকের ভারতবর্ষের এই অগ্নিদগ্ধ চেহারা।

প্রশ্ন উঠে তাহলে ভারতবর্ষে অধিকার বলতে কি কিছু নেই? হ্যাঁ আছে। তা হল সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার। যা দেশের চৌদ্দ আনা মানুষের কাছে দুধের বদলে ঘোল। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে অধিকারের বাস্তবায়ন ও ভোগের প্রকৃতি বিভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এক রকম পুজিবাদী রাষ্ট্রে অন্য রকম। পুজিবাদী রাষ্ট্রের সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকারের বাস্তবায়ন করা হয় সর্ত সাপেক্ষ, তাহল শোষণ ও পুঁজি বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার সর্ত। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্টই হল তাই। সংসদীয় গণতন্ত্রে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের পূর্ণ অধিকার দেওয়া যায় না। দিতে গেলে শোষণ বঞ্চনা আর কায়েম রাখা যায় না।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয় আলোচনা করার আগে প্রাক স্বাধীনতা পর্বের ঘটনাবলীর উপর সামান্য আলোকপাত করা দরকার। প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব ও সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই-তিরিশ দশকে জাতিয় মুক্তি আন্দোলন তখন তুঙ্গে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দা, বৃটিশ সরকার তখন ক্ষয়িষ্ণু-অর্থনীতির সংকটে জর্জরিত। পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগতি ঘটে চলেছে। নাৎসী জার্মানীর উত্থান, ভারত সহ বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাস করে। লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য ছিল, রাজন্য বর্গ-জমিদার-ভূস্বামী, বুদ্ধিজীবি ও বিত্তবানদের সহযোগী শক্তি হিসাবে লাভ করা। সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সে সময় প্রচন্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিল। জওহরলাল নেহেরু এই আইন সম্বন্ধে, মনতব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, "a new chatter of Slavery" এই আইনের গভর্নরের ক্ষমতায় মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি তাঁর Discovery of India বইতে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন, "no man in the world to day has had or had such absolute auothority over such Large number of people as the British Viceroy of India.....The only possible parallel would be that of Hitler."

১৯৩৭ সালে এই আইনের প্রাদেশিক অংশটি কার্যকর করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষেত্রেও নির্বাচিত মন্ত্রীদের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য ছিল না। অর্থাৎ রাজ্যগুলি গভর্নরের শাসনে পরিণত হয়। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটে। বর্তমান ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি সেই একই অবস্থা।

ভারতের গণ পরিষদ (যার মধ্যে নেহেরুও ছিলেন) যে সংবিধান রচনা করেছে তার উপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বহুল প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে শাসন-ও-শোষণ করার জন্য রাজন্যবর্গ, জমিদার ভূস্বামী বিত্তবান ও (বুদ্ধিজীবীদের একাংশ-কে) সহযোগী শক্তি হিসাবে পেয়েছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণীও অনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে। কারণ এইটাই স্বাভাবিক। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সেই কথাই বলে। ১৮৮৫ সালের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব-বোম্বাই এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন আহুত হয়। এটি ছিল জমিদার ও বুর্জোয়াদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক-সংগঠন। শাসক বর্গের অনুমোদন ও তৎকালীন ভাইসরয়-লর্ড-ডাফারিনের অনুরোধে এ্যালেন হিউমকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে এই কংগ্রেসের-ভিত্তি-স্থাপিত হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথম ছয়টি অধিবেশনের প্রতিনিধিদের সামাজিক স্তর-লক্ষণীয়। এগুলিতে ছিল ৫০ ভাগ বুর্জোয়া-ও জমি মালিক

শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি, পঁচিশ ভাগ ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও পঁচিশ ভাগ জমিদার। বৃটিশ এদেরকেই ভবিষ্যৎ ভারতের নিয়ন্তা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। নিজেদের স্বার্থ অটুট রাখার জন্য।

এদের উত্তরসূরীরাই-ভারতবর্ষে-সংবিধান রচনা করেছে সমাজতন্ত্রের নাম জুড়ে দিয়ে। আসলে একটি বুর্জোয়া গোষ্ঠী (বৃটিশ সরকার) আর একটি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। ন্যাশান্যাল, মাল্টি ন্যাশান্যাল-বুর্জোয়াদের প্রতিভূ কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের, পুঁজিবৃদ্ধির মহান কাজটিকে করে চলেছে আটত্রিশ বছর ধরে। ফলে ভারতবর্ষের বৃহত্তম অংশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে ভোগের পরিবর্তে অধিকারহীন হয়ে পড়েছে। শোষণের মাত্রা বাড়ছে।

আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ভিত্তি হল সংবিধান। আর এই সংবিধানের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানুষের সত্যকারের অধিকার যা না থাকলে অন্য সব অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে সেই অন্ন বস্ত্র শিক্ষা-স্বাস্থ্য-ব্যসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে রাখা হয়নি। এগুলির কথা বলা হয়েছে নির্দেশমূলক নীতিতে। যার বাস্তবায়নের আইনগত দায় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। এমন কি অর্থনৈতিক অধিকার ও লক্ষ্যের কথা নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শোষণহীন সমাজ ব্যতিরেকে এই ন্যায়গুলি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে, "Poor people who wander about find no work no wages and strave whose lives are a continual round of some affliction and pinching proverty can not be Proud of the constituion and its Laws," কিন্তু মজার কথা হল তিনিও সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

পূর্বোক্ত তিন প্রকারের ন্যায় ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্ব পূর্ণ নীতিগুলি হল (১) স্ত্রী পুরুষের জীবিকা র্জনের সমান ও পর্যাপ্ত সুযোগ- (২) দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, সাধারণের স্বার্থে বন্টন। (৩) অর্থনৈতিক কাঠামো এরূপ সংগঠন যাতে ধন ও উৎপাদনের উপায় সমূহ সাধারণের স্বার্থ-ক্ষুণ্ণ করে মুষ্টিমেয়ের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়। (৪) কর্মের অধিকার এবং বেকার অবস্থা বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় সরকারি সাহায্যের সুযোগ। (৫) সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, কর্মের সুস্থ পরিবেশ গঠন, শৈশব ও যৌবনের অধঃপতন রোধ। (৬) শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকের সুযোগ। (৭) আইন কাঠামোর নবরূপায়নের ন্যায় বিচারের সকল সুযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন উঠে সবাধীনতা লাভের আট তিরিশ বছর পরেও কি আমরা আমাদের জীবনে এই নীতি গুলির একটিরও সামান্যতম প্রতিফলন ঘটতে দেখেছি? কাজের সুযোগ কিপরিমাণ বেড়েছে দুকোটি আটতিরিশ লক্ষ রেজেস্ট্রীকৃত ও গ্রামগঞ্জের বেকার ধরে চারকোটি বেকারের যন্ত্রণাদগ্ধ, হতাশা ও বিষাদ ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। শুধু কি তাই? কর্ম সংস্থানের পরিধিকে সংকুচিত করা হচ্ছে দিন দিন, ১৯৭৪ সালে রেলে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল আঠার লক্ষের মত, ১৯৮৫ তে কমে তা দাঁড়িয়েছে তের লক্ষে। শূন্য পদগুলিতে পূরণ করা হয়নি। বিপরীতে রেল লাইন বেড়েছে বেড়েছে ট্রেনের সংখ্যা। কমপিউটার বসিয়ে কর্ম-সংস্থান আরও কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই হল নির্দেশমূলক নীতির বাস্তবায়নের নমুনা।

আর মৌলিক অধিকার? এই অধিকারগুলি কারা ভোগ করে? সহায় সম্বলহীন শ্রমজীবী মানুষের কাছে কি এগুলি পৌছায়? যারা ভোগ করে তারা সমাজের কত অংশ? বাকীরা বঞ্চিত কেন তার কোন উত্তর নেই। ১৯৫৫ সালে জমিদারী বিলোপ বিল পাস হল। যেহেতু সম্পত্তির অধিকার আইন স্বীকৃত সেই হেতু ক্ষতি পূরণ তার প্রাপ্য। এটি তার গণতান্ত্রিক অধিকার। রাজ রাজাদের রাজত্ব গেল তাদের রাজন্য ভাতাদিতে হল (১৯৭১ সালে তা বিলোপ করা হয়)। রাজন্য বর্গের ভাতা তাদের রাজন্য ভাতা আর জমিদারীর ক্ষতিপূরণের টাকা সাত পুরুষ ধরে যারা ক্ষেত মজুর জমির কি স্বাদ যারা কোন দিনই পায়নি তাদেরকেও দিতে হল, কারণ এটা ধনী রাজা মহারাজার জমিদারদের ন্যায় সংগত অধিকার। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, খাজনার দায়ে সুখময় দাসের জমি নিলাম করে নিল জমিদার গৌর পাল। সুখময় মারা গেল তার ছেলে ক্ষেত মজুর বলাইদাসকেও জমিদারীর ক্ষতি পূরণ দিতে হল পরোক্ষ করের মাধ্যমে।

এটা নাকি তার পবিত্র নাগরিক কর্তব্য।

চাষী আখ চাষ করবে, চিনি কল মালিক মুনাফার মিষ্টি খাবে। চাষী বৌ আখের ছোবরা জ্বেলে উনুনের সামনে বসে হাঁড়িতে খুদ ফোটাবে। এই হল ভারতবর্ষের মৌলিক অধিকারের সত্যিকারের চেহারা। এই ভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকারের চরিত্র ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর অধিকার ভোগই সংসদীয় গণতন্ত্রের আসল কথা। সংবিধান, আইন কানুন, শাসন ব্যবস্থা এদের অনুকূলে তৈরি হয় এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থকে লক্ষ্য রেখেই দেশ শাসন চলে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই পথ ধরেই চলেছে। আজ ভারতবাসীর সামনে যে জ্বলন্ত প্রশ্নটি হাজির হয়েছে তা হল ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগ সংগ্রাম ও শহীদের রক্তমূল্যে যে স্বাধীনতা চেয়েছিল-তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল? নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের সন্তান সন্ততিরা জ্বালাময় কর্মহীন জীবন যাপন করবে। নিশ্চয় লক্ষ্য ছিল না ভারতবর্ষের মানুষ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তা হলে তা হচ্ছে কেন? তার একটাই কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গণতন্ত্রের সংকট সৃষ্টি করে।

২ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের বক্তব্য হল, পুঁজিবাদী সংসদীয় রাষ্ট্র কাঠামোতে মৌলিক সমস্যা গুলির সমাধান সম্ভব নয়। কারন সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য হল, উৎপাদন ও উৎপাদনের উপায় সমূহের ব্যক্তি মালিকানার অধিকার। যার তাৎপ্যর্য হল একজনের অধিকার ভোগ বহুজনের অধিকার হরণ। তাই প্রকৃত গনতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা সংসদীয় গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে তাহলে বাম গণতান্ত্রিক শক্তি সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজ্য পরিচালনায় অংশ নিল কেন? তার উত্তর হল, সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকারের চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা ও বঞ্চনা জনগণের সামনে তুলে ধরা। সেই সঙ্গে সংবিধান স্বীকৃত অধিকার গুলিকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারণ ঘটান। যা কেন্দ্রীয় সরকারে আজ পর্যন্ত ঘটায় নি। বাম ফ্রন্ট সরকার সেই কাজটিই তার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে করে চলেছে। এবং এর ফলে কেন্দ্রীয় ও বামফ্রন্ট উভয় সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গির মৌল পার্থক্য ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। বামফ্রন্ট সরকার যে গণতন্ত্রের পক্ষে ও গনতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণের পক্ষে কাজ করছে। এই সত্যটুকু আর আড়াল করে রাখা যাচ্ছে না। গোয়েবেল্‌সীর কায়দায় (মিথ্যে কথাগুলো বার বার বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা) কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণী ও সহযোগী শক্তিগুলি তাদের প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে নিন্দা কুৎসা প্রচার করেও এই সত্যটিকে আর আড়াল করতে পারছেনা। আমাদের একথা মনে রাখা দরকার ভারত বাসী স্বাধীনতার সঙ্গে যে দুটি বিষাক্ত বস্তু উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে তা হল সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ঘুণধরা আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন। প্রথমটি দেশের ঐক্য সংহতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। যেটির ফলশ্রুতি হল দীর্ঘসূত্রতা, সরকারি অর্থের অপচয়, কালোটাকা তৈরির পথ প্রশস্ত করা। এই অবস্থায়ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির অবস্থান ও রাজ্য পরিচালনা দুরুহ কাজ। প্রশাসনে আজ বাম ফ্রন্ট সরকারকে ভেতরে বাইরে সংগ্রাম

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়

বীরভূম চীনামাটি ধৌতাগার

পশ্চিমবঙ্গের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রলয় তালুকদার গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ বীরভূমে মহম্মদবাজার উন্নয়ণ সংস্থার অন্তর্গত তেঁতুলবেড়িয়া মৌজায় রাজ্যসরকারের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ প্রথম রাষ্ট্রীয় চীনামাটি ধৌতাগারটির শিলান্যাস করেন। প্রকল্পটি রূপায়িত করতে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। দক্ষ ও অদক্ষ মিলিয়ে মোট ২০০জন কর্মীর এখানে কর্মসংস্থান হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধৌতাগারটি থেকে প্রত্যহ ৫০ মেট্রিক টন চীনামাটি পাওয়া যাবে।

মন্ত্রী শ্রী প্রলয় তালুকদার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জানান, পশ্চিমবঙ্গের এই খনিজ সম্পদটি সম্পর্কে দরকারীভাবে চিন্তা ভাবনা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আরম্ভ হয়। রাজ্যের পশ্চিমসীমান্তবর্তী তিনটি জেলা, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ভূগর্ভে যে বিপুল পরিমাণ চীনামাটির সঞ্চয় রয়েছে তা মনে রেখে রাজ্যসরকার সেই এলাকাগুলিতে চীনামাটি ধৌতাগার স্থাপনের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট ও ট্রেডিং করপরেশনকে দায়িত্ব দেন। তেঁতুলবেড়িয়া চীনামাটি ধৌতাগার তারই ফলশ্রুতি। এই ধৌতাগারটিতে বছরে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের চীনামাটি শোধিত হবে। এই চীনামাটি বস্ত্রশিল্প, কাগজ, ঔষধ, রবার বিদ্যুৎ ইত্যাদি শিল্পে ব্যবহৃত হবে। মন্ত্রী বলেন, যদিও ধৌতাগারটিতে মাত্র ২০০ জন কর্মীর কর্মসংস্থান হবে তবু এখানকার উৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে ছোট ছোট শিল্পগুলি গড়ে উঠবে সেখানে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। ধৌতাগারটি সফল হলে, মন্ত্রী জানান, এখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সহ একটি সেরামিক শিল্প নিকেতন স্থাপিত হবে।

সভাপতির ভাষণে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রজেক্টস্ লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রজেক্ট্স্ লিমিটেডের উদ্যোগে এই চীনামাটি ধৌতগারটি বীরভূমে খনিজ সম্পদ ভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে প্রথম সরকারি উদ্যোগ এর জন্য রাজ্য সরকারের যে ৩৬ একর জমির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তার মধ্যে ১৬ একর জমির ওপর ধৌতাগারটি স্থাপন করা হবে। শোধিত চীনামাটি বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা হবে। বীরভূম 'লীড্ ব্যাংক' এই প্রকল্পটিতে অর্থ বিনিয়োগের সম্মতি জানিয়েছে বলে শ্রী চট্টোপাধ্যায় জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যসরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুনীল মজুমদার বলেন বীরভূম জেলাকে অশিল্প-এলাকা বলে ঘোষণা করার জন্য রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার দরুন এ রাজ্যে সরকারি উদ্যোগে ভারী শিল্প স্থাপন সম্ভব নয়। অপর দিকে বেকার সমস্যা যে ভাবে দিন দিন বাড়ছে তাতে সরকারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকাও উচিৎ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকার বেকার সমস্যা সমাধানের যে সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ নিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য

ডায়মন্ডহারবারে বই মেলা

সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবারে পৌরসভার উদ্যোগে এক বই মেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গত ১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় প্রশাসনিক ভবনে সপ্তাহব্যাপী বই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের প্রতি মন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী ও বিধায়ক আবদুল কায়ুম মোল্লা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য ২৪ পরগণা জেলায় বই মেলা এই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হলো।

বই মেলার মহকুমা তথ্য দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ২৪ পরগণা জেলা ও 'জন কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্ত্রী প্রদর্শনীটির বিশেষ প্রশংসা করেন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসঙ্গে

করে রাজ্য পরিচালনা করতে হচ্ছে। এটি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

বামফ্রন্ট সরকার-এ রাজ্যের তথা ভারতবাসীকে অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চাইছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসক শ্রেণী বলে স্বাধীনতার পরে দেশের কি কিছুই উন্নতি হয়নি? এত রাস্তা ঘাট, নগর বন্দর আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি কি কিছুই নয়? এর উত্তর একটাই দেশের উন্নতির মানদন্ড হল অর্থনৈতিক উন্নতি তা যদি হয় তাহলে ১৯৪৭ সালে দারিদ্র্য সীমার হার ছিল ৩২% আজ আটতিরিশি বছর পরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ শতাংশে। এটা কি ধরনের উন্নতি? একটা দেশ উন্নত হলে তার প্রতিফলন ঘটে জাতীয় চরিত্রে, স্বাস্হো শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সর্বেপরি কর্ম সংস্হানের বৃদ্ধিতে। এর সব কটিই অধঃগামী। মোট কথা রাজনৈতিক স্বাধীনতর অধিকারই বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "It is an ideal hope to think of building a political miracle of freedom upon the quick sand of social slavery.—Nationalisim.

এরপরেও ওরা ওদের টিভি রেডিও আর কাগজগুলোতে উন্নতি উন্নতি করে চেঁচাচ্ছে। আসলে গনতান্ত্রিক অধিকারকে উহ্য করে দেওয়া হচ্ছে। রেল অফিসের কেরাণী অথবা পচা মুদীর কর্মচারী হরি পদর মধু (গণতান্ত্রিক-অধিকার) চাখার সাধ হল-মৌচাকের কাছে যেতেই আষ্টে পৃষ্ঠে মৌমাছি ছেঁকে ধরে হুল ফোটাল জ্বালা যন্ত্রণার চোটে পচা পানা পুকুরে (ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিমন্ডলে) শীতের রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, উঠে এসে হরিপদ কাঁপছে, হরিপদকে মধুর স্বাদ জিগ্যেস করতেই উত্তর দেয়, 'জ্বলুনি আর কাঁপুনির চোটে মরে গেনু।' আমাদের উন্নতির দশাও ঐ হরিপদর মধুচাখার মত। আসলে পাহাড়ে মৌমাছির দল মধু খাচ্ছে। মৌমাছির কামড় খেয়ে অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সুদৃশ্য মৌচাক দেখছি আমরা। এই হল সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার।

বামফ্রন্ট সরকার এই কঠিন সত্যটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পৌছে দিতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে সীমিত অধিকারগুলির বন্ধ করেন ও হরণ করে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে তার সম্প্রসারণ। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ, শিক্ষা সংস্কৃতির গনতন্ত্রীকরণ, বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক অধিকারের চেতনার স্ফূরণ ঘটাতে সচেষ্ট। সীমাবদ্ধতা না ভাঙলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বাম গণতান্ত্রিক শক্তি সহ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের আজকের সংগ্রাম আন্দোলনগুলি সেই দিকেই চালিত হচ্ছে।



পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে–তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই, সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বর ভার হইতে মুক্ত করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখন্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়–মানব–ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে-কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন তিনি দেখা য়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রামবাংলার সংবাদ দর্পণে

পাটের ন্যায্যমূল্যের দাবিকে অগ্রাহ্য করায় পাটচাষীদের নিরুপায় অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে গ্রামবাংলার পত্র-পত্রিকায়; তারই দু'চারটি গ্রামবাংলার পত্র-পত্রিকা থেকে তুলে ধরা হলঃ

চাষীরা নিরুপায়

গত বছরে ১০২০ টাকায় পাট বিক্রি করে চাষীরা এবছর হুরিয়ে পাট বুনেছেন। গড় ৭৫ শতাংশ পাটেরচাষে মাঠ সবুজ। সবারই ধারণা ছিল পাটের দাম আরো না বাড়লেও বেশী একটা কম হবে না। কিন্তু দেখতে না দেখতেই পাটের দাম গ্রামে গঞ্জে ৩০০ টাকা কুইন্টালে নেবে দাড়িয়েছে। চাষীদের মাথায় হাত। সকলেই হায় হায় করছেন। কেউ কেউ বাজারের চড়া দামে বিক্রির নেশায় নিজের সমস্ত জমি টুকুতেই ধান না বুনে বা রুইয়ে পাট বুনেছেন। বৃষ্টি সময়মত না হলেও সেচের অভাব হয়নি। টাকা খাটিয়ে, উপযুক্ত সার, নিড় ও বাছু দিয়ে কেটে, ঝেড়ে পচিয়ে ছাড়িয়ে শুকিয়ে বিক্রি করলে তার আর আসল টাকা উঠবে না। এই হতাশার অন্ধকারে প্রতিটি চাষী আফিম খাওয়া নেশার মত অঘোরে বসে ভাবছেন। কারো মেয়ের বিয়ে, কারো মায়ের শ্রাদ্ধ শান্তি কে কি দিয়ে করবে তাই ভাববার বিষয়।

গত বছরের ৯৪ হাজার একর জমির জায়গায় এ বছর ১ লক্ষ ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। আউস ধানের চাষ ও আনুপাতিক হারে কমেছে। ৯৪ হাজার হেক্টর থেকে ২৬ হাজারে দাড়িয়েছে। হয়ত হিসাব ছাড়াও রয়েছে কিছু জমি।

২১ মে কলকাতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চন্দ্রশেখর সিং, জ্যোতি বসু, ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সঙ্গে পাটকল মালিক মিলিত বৈঠকে জুন মাস পর্যন্ত কাঁচা পাটের সর্বোচ্চ মূল্য ৬০০ টাকা কুইন্টাল স্থির করেছিলেন। অথচ বাজারে তার নাম গন্ধও নেই। গত ১০ আগস্ট শুক্রবার রাতের রেডিওর খবরে প্রকাশ পাটের সর্বোচ্চ দাম ৬০০ এবং নিম্ন দাম ৪০০ টাকা কুইন্টাল করার দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন চালান হচ্ছে। আন্দোলনের দাবির শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কি চাষীরা পৌছুতে পারবেন? পাট চাষীদের পাটের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের ব্যবহারীক বহু দ্রব্যের দাম বেড়েছিল। সেগুলোর সামান্য কিছু দাম কমেছে কিন্তু পাটের দাম কমেছে তার তিনগুণ। ফলে চাষীরা নিরুপায় হয়ে বাচার তাগিদে নানা বিপদের আশঙ্কায় ভুগছেন।

—রাশি বাংলা—আগস্ট'৮৫

কাঁচা পাটের সহায়ক মূল্য

কেন্দ্রীয় সরকার পাটের সহায়ক মূল্য যে ভাবে ধার্য করছেন, তাতে পাটচাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, বিশেষ করে এবছর তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অন্যদিকে মহাজন ও চটকল মালিকদের স্বার্থ পুষ্ট করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে কৃষক সাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।

এই পাট উৎপাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষক লক্ষ লক্ষ একর জমিতে খাদ্য শস্য উৎপাদন না করে পাট লাগিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপায় করে দিচ্ছে। দেশের স্বার্থে এই গরীব কৃষকদের ত্যাগের কোন মূল্যই কি তাদের দেওয়া হবে না? গত বছরে পাটের কুইন্টাল ৮০০ টাকা থেকে ১২.১৩শো টাকাতেও চটকল মালিকরা পাট কিনে মুনাফা করেছে। যারা বেশি দামে পাট কিনেও মুনাফা করে, তাদের স্বার্থক্ষতি না করেও পাটের দাম কিছু বাড়ালে কৃষক সাধারণের কিছুটা সুরাহা করা সম্ভব হয়।

—কাটোয়ার কলম—৩১.৭.৮৫

পাট চাষী কন্‌ভেন্‌শন

কাটোয়া থানা পাট চাষী কনভেনশন পাঁচঘরা সুপার মার্কেটে অনুষ্ঠিত হলো। এলাকার পাট চাষীরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন বিশেষ করে পাটের বিক্রয় মূল্য ও পাট বিক্রয় ব্যবস্থা। জুট কর্পোরেশনে পাট বিক্রয়কালে চাষীরা অহেতুক হয়রানির সম্মুখীন হয়। খরিফ মরসুমে এলাকার একমাত্র অর্থকরী ফসল পাটের দাম নিম্ন হওয়ায় চাষীরা হতাশাগ্রস্ত।

কন্‌ভেন্‌শনের প্রধান বক্তা বিধায়ক নিখিল সর বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থবিরোধী বাজেটের ফলে প্রতিটি শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বেড়েছে, কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির বোঝা নিয়েও পাটের দর নিম্নগামী। কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও বন্ধ চটকল মালিকরা পাট কিনছে না। শিল্পপতিদের খুশী করতেই কেন্দ্রীয় সরকার পাটের দর নামিয়ে দিলেন। পাটের দামের জন্য সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কনভেনশনে পাটের সর্বনিম্ন দর ৬০০ টাকা কুইন্টাল, সমস্ত পাট জুট কর্পোরেশনকে কিনতে হবে, পাটের ক্রয়কেন্দ্র বাড়াতে হবে; পাট চাষীকে কার্ড দিতে হবে ও পাটের ক্রয়কেন্দ্রের কমিটি করতে হবে প্রভৃতি দাবী গৃহীত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কনক গোস্বামী।

কাটোয়ার কলম ৯.৮.৮৫

পাটের ন্যায্য দাম ও ভাঙগন প্রতিরোধের দাবী

সংযুক্ত কিষাণ সভা ডাক দিয়েছে পাট চাষীদের। পরিশ্রমের ফসল ন্যায় সংগত দাম থেকে বঞ্চিত এই জেলার পাটচাষী। তাছাড়া চালের দর থেকে শুরু করে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। গঙ্গা পদ্মা ভাঙগনে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে—মানুষ গৃহহারা হচ্ছে প্রতিকারের দাবী উঠেছে গঙ্গা পদ্মা ভাঙগন রোধ করতেই হবে এবং গৃহহারা মানুষের পুনর্বাসন দিতে হবে। বেলডাঙগার সুগার মিল সরকার অধিগ্রহণ করা সত্বেও মিল আজও পর্য্যন্ত চালু হয়নি। তাই যে ভাবেই হউক বেলডাঙগা সুগার মিলের বনধ দরজা জনজোয়ারের আঘাতে খুলতেই হবে। সংযুক্ত কিষাণ সভাও সারা জেলায় এই দাবীগুলিকে সামনে রেখে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের খবর ২৮.৮.৮৫

পাটের ন্যায্য মূল্যের দাবী

রাজ্যের পাঁচটি বামপন্থী কৃষক সংগঠণের আহ্বানে পাট শিল্পের জাতীয়করণের দাবীতে বন্ধ পাটকল অবিলম্বে খোলার দাবীতে হাটে হাটে জে.সি.আই.-এর পাট ক্রয় কেন্দ্র খোলার দাবীতে, পাটের সর্বনিম্ন দর ৬০০ টাকা কুইন্টাল, মেস্তা পাটের দাম ৪০০ টাকা কুইন্টাল করার দাবীতে আগামী ২৯ আগষ্ট কোলকাতা ও কয়েকটি শিল্পাঞ্চল বাদে রাজ্য জুড়ে গ্রাম-বাংলা বন্ধ। গত বছর পাটের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের পাটচাষীরা উৎসাহিত হয়ে ব্যাপক পাট চাষ করেছেন। কিন্তু জে.সি.আই পাটের যে দাম ধার্য্য করেছে তাতে পাট চাষীরা আতংকিত। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত জে.সি.আই মালিক শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে পাটের যে দাম ধার্য্য করেছে তাতে উৎপাদন খরচ ওঠানো মুস্কিল। তার উপর পাটকল মালিকদের স্বার্থে পাটের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিয়েছে।

গৌড়বার্তা ২৪.৮ ৮৫

জেলা মালদহের পীর-ফকিরদের কথা-আবদুস সামাদ।
বলি আদম প্রকাশন, হোসেনপুর গোয়াল পাড়া, মালদহ।
প্রকাশকাল ২৮ মে, ১৯৮৫
মূল্য-সাড়ে তিন টাকা।

গৌড় প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক রাজধানী। তার পাশে পাণ্ডুয়া। এখানে মধ্যযুগের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। মুসলমান শাসন কালে এই অঞ্চলে বহু পীর ফকিরের বসতি ছিল। তাদের বহু ভূসম্পত্তিও ছিল। গৌড় পাণ্ডুয়ার সেই অতীত পীর ফকিরদের কথা বলতে মালদহ জেলার পীর ফকিরদের কথাই বোঝায়। কারণ এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সবই মালদহ জেলার অন্তর্গত।

এই পীর-ফকিরদের কাজ ছিল মুখ্যত ধর্মপ্রচার করা। কিন্তু পরোক্ষে তারা ছিলেন রাজ্য শাসন এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সেইজন্য মুসলমান শাসনকালে এদের বিরাট প্রভাব ছিল।

আলোচ্য পুস্তিকায় লেখক সেই পীর-ফকিরদের কথাই বর্ণনা করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি এ সম্পর্কে প্রায় সব গ্রন্থই উল্লেখ করেছেন। সেজন্য তিনি আলোচিত পীর ফকির সম্পর্কে নানা ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির কথাও পর্যালোচনা করেছেন।

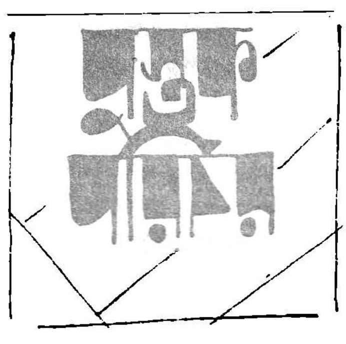
এই প্রসঙ্গে লেখক যথার্থভাবেই বলেছেন পীর-ফকির প্রায় সমর্থক হলেও তাদের অর্থ পৃথক। পীর বলতে বোঝায় ধর্মীয় বা দীক্ষা গুরুকে আর ফকির হলেন একজন সাধু বা ঈশ্বর পাগল ব্যক্তি। তিনি এই গ্রন্থে সংক্ষেপে হলেও মালদহ জেলার পীর-ফকিরদের পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন। নানা কিংবদন্তী অনুসারে গড়ে ওঠা এই সব পীর-ফকিরদের সম্পর্কে একটা ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সরোজমোহন মিত্র

পদাতিক-অসিতকৃষ্ণ দে। প্রকাশক অতিথি ৩৫-১ বি, বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। পরিবেশক-সাহা বুক স্টল, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ প্রকাশকাল-১ মার্চ, ১৯৮৫. মূল্য আট টাকা।

তেরটি ছোট গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পের নামেই গ্রন্থের নাম। সংসারে যদি সকলেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে জীবনযুদ্ধের লড়াই বা সমাজ এগোতে পারে না। এই সমাজের মধ্যেই কিছু মানুষ থাকে যারা নিজের সুখ দুঃখকেই বড় করে মনে করে না। তাদের আত্মত্যাগেই দেশ গড়ে ওঠে। ধনী কন্যার ভালবাসাও তাকে বিপথগামী করতে পারে না। বরং ভালবাসা তাকেই বলে যে একের আত্মত্যাগেরর আদর্শকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। একজনের কাজ অন্যজনে হাসিমুখে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিতে পারে বলেই জীবনের সংগ্রাম এগিয়ে চলে। পদাতিক গল্পে এই সংগ্রামের আদর্শকেই বড় করে তোলা হয়েছে।

এই গ্রন্থের সব গল্পেই ছোট ছোট ঘটনাকে উপলক্ষ করে ছোট আয়তনে গল্পের চমক সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন মাস্টার মশায় তার স্নেহের ছাত্রের বিয়েতে একটি আদর্শ উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত। কিন্তু সেই উপহার বছর না ঘুরতেই চলে এল পুরানো বইয়ের দোকানে। এই সমস্ত ঘটনার পিছনে যে একটা মর্মান্তিক



বেদনা আছে তাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উপাহার গল্পে।

এছাড়াও অন্যান্য গল্পেও আছে আমাদের অতি পরিচিত কিছু ঘটনা। ছেলের বিয়ে উপলক্ষে উপহার গ্রহণকে কেন্দ্র করে বিবাহিত দুই মেয়ের মধ্যে কুৎসিত কোন্দল, ফুটবল মাঠে মারামারিতে একজন ফুটবল প্রেমিকের মৃত্যু, ছাত্র লেলিয়ে একজন শিক্ষকের অন্য শিক্ষকের অপমান, আকস্মিক পরীক্ষার ফলকে কেন্দ্র করে বহুদিন পূর্বে বিচ্ছিন্ন হওয়া স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ, অন্যের বাড়িতে নূতন জিনিস দেখে নিজের বাড়িতেও তাকে সংগ্রহ করার প্রতিযোগিতায় স্বামীর মর্মান্তিক চারিত্রিক বিচ্যুতি, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সমাজে মর্যদাবৃদ্ধির অপচেষ্টা, জেলে মৃত স্বামীর প্রত্যাগমনের জন্য স্ত্রীর ব্যর্থ প্রতীক্ষা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিয়োগপত্র প্রাপ্তিসংবাদে চমক দেওয়ার প্রতিযোগিতা, হাত দেখে সত্য গোপনের প্রতারণা, কাজের মেয়ে সংগ্রহের বিড়ম্বনা-এ সব নিয়েই বাকী গল্পগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

'কাজের মেয়ে' এক পৃষ্ঠার গল্প। এই গল্পের মধ্যে বনফুলের আঙ্গিক মনে পড়ে। অতি অল্প পরিসরে গল্পটি বেশ জমিয়েছেন লেখক। তার প্রতি গল্পের শেষেই আসে একটা আচমকা বিস্ময়। আলোচ্য গ্রন্থের এটাই বড় বৈশিষ্ট্য।

অসিতকৃষ্ণ দে-র গল্পগুলো পড়তে ভালই লাগবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আংশিক আর্থিক আকূল্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত। সরকারী আর্থিক অনুদান যে অপাত্রে দেওয়া হয়নি এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে তা প্রমাণ করবে। অসিতকৃষ্ণর হাত থেকে আরো ভালো গল্প আমরা প্রত্যাশা করব।

সরোজমোহন মিত্র

গল্প সংগ্রহ-রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রকাশক-প্রজ্ঞা ভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪। মূল্য : ৪০.০০ টাকা
প্রথম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯১।

প্রথমেই প্রকাশক প্রজ্ঞাভারতীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বাংলা সাহিত্যে এখন প্রায় বিস্মৃত একটা নাম। কিন্তু একদিন এমন ছিল না। তখন পাড়ায় পাড়ায় মানময়ী গার্লস স্কুল নাটকের মহড়া চলত। শিক্ষিত মনুষের মুখে মুখে থার্ডক্লাস, উদাসীর মাঠ প্রভৃতি গল্পের কথা শোনা যেত। এইসব নাটক-গল্পের রচিয়তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। প্রজ্ঞাভারতী অনেকদিন পরে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের সমানে সেই রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে নতুন করে উপস্থিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার নাদুরিয়া গ্রামে। পরে তিনি যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার এক গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতামাতার সপ্তম সন্তান। তাঁর জন্ম ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসের এক রবিবারে। রবিবারে জন্ম বলেই তাঁর নাম হয় রবীন্দ্রনাথ।

১৯১৩ সালে তিনি ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকুপা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ১৯১৭ সালে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। ১৯১৭ সালে বি.এ পরীক্ষার পরেই ফরিদপুর জেলার ভীমনগর নিবাসী হরিনারায়ণ মজুমদার

মহাশয়ের কন্যা হরিবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পরে ইউনিভারসিটি কলেজে এম.এ. ও ল পড়বার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে লেখাপড়ায় ইস্তফা দেন।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতায় পড়বার সময় তিনি তৎকালীন বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্নেহ লাভ করে নাটক রচনাতেই বেশি উৎসাহিত হন। কবিতা, গল্প, ছড়া প্রভৃতিও তিনি অজস্র রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অন্যতম বন্ধু 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, "রবি ছিলেন অদ্ভুতকর্মী। হিন্দু-সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, নারীনির্যাতন প্রতিকার এবং কোল ভীল সাঁওতাল ওঁরাওদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থগুলো হল-মায়াজাল (উপন্যাস), ১৯৩২, সিন্ধু সরিৎ (কবিতা), ১৯৩৩, পরাজয় (গল্প), থার্ডক্লাস (গল্প), ১৯৩৩, মায়ার বাঁশী (ছোটদের গল্প), মেবার কাহিনী (ছোটদের গল্প), মানময়ী গার্লস স্কুল (নাটক), ১৯৩৩, দিবাকরী (ব্যঙ্গ রচনা), ১৯৩৮, বাস্তাবিকা (ব্যঙ্গ রচনা), ১৯৩২, এছাড়াও নানা পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের আরও নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথ মৈত্র সাধারণের কাছে মানময়ী গার্লস স্কুল নাটকের রচয়িতা হিসেবেই বেশি পরিচিত। তিন অঙ্কের এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল, "আধুনিক সামাজিক নূতন রঙ্গনাট্য।" "আশা আকাঙ্খায়-বিরহ মিলনে বিচিত্র-গতানুগতিক ব্যঙ্গ চিত্র নয়-ইহার মর্মস্পর্শী আবেদন অন্তরে গিয়া প্রবেশ করিবে। হাসি ও অশ্রুর একত্র সমাবেশ এমন করিয়া আর কখনও বঙ্গ সাহিত্যে দেখান হয় নাই।....."

একজন বেকার যুবক এবং একজন বেকার যুবতীর মিথ্যা স্বামী স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে একটা স্কুলে চাকরী করতে গিয়ে যে বিড়ম্বনা এবং অবশেষে যে মধুর পরিণতি হয়েছিল তারই এক চমৎকার নাটক।

আলোচ্য গ্রন্থের নাম গল্পসংগ্রহ হলেও এই গ্রন্থের মধ্যে তার জনপ্রিয় নাটকও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর কারণ সম্পর্কে প্রকাশক বলেছেন, "এটি রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের সব চাইতে জনপ্রিয় এবং সর্বজন পরিচিত রচনা। তাছাড়া বাংলা ভাষায় অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব আছে। এই কৌতুকদীপ্ত অথচ সমকালীন তাৎপর্যপূর্ণ নাটকটি শুধু পাঠকপাঠিকা নয়, উদ্যোগী প্রযোজক ও অভিনেতা গোষ্ঠীদেরও আকৃষ্ট করবে বলে আশা করি। আমাদের বিশ্বাস এই অন্তর্ভুক্তি পাঠকরা সমর্থন করবেন।"

এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হোল গ্রন্থের নাম রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের রচনাসংগ্রহ রাখলেই হোত।

গল্প সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নৈপুণ্য অসাধরণ। সমাজের অলি গলিতে যে অন্যায় অত্যাচার, ধর্মের আনাচে কানাচে ধর্মের নামে যে জুয়াখেলা আর মানুষের মনের গোপন মহলে যে দুর্নীতি ব্যভিচার আশ্রয় নিয়েছে বাংলা সাহিত্যের আসরে রবীন্দ্র মৈত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেজন্য তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু আমাদের অতি পরিচিত। রেল গাড়ির কামরায় মুরগীর মত মানুষের ঠাসাঠাসি, জাগ্রত কালীমূর্তির বিগ্রহস্থলে তীর্থ যাত্রীর ভীড়, অফিসের ক্ষুদে চাকুরে, গ্রাম্য মেয়ের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার, স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলনে ভন্ড প্রতারক, স্নেহ প্রেম ভালোবাসা, কন্যাদায়গ্রস্ত যক্ষারোগী পিতার অমানুষিক পরিশ্রম। একদিকে অসহায় মানুষের উপর নানা জুলুম এবং অত্যাচার অমানুষিক ও জীবনের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ এই দুয়ের দন্দ্ব যে করুণ রাগিণী বেজে উঠেছে রবীন্দ্র মৈত্র তাকে আকাশস্পর্শী করে দিক বিদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সেই গল্পের সংগ্রহই প্রধান। এর সঙ্গে রবীন্দ্র মৈত্রের যে দুটি গল্প ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল তার ইংরেজী রূপও এই গ্রন্থে সংযোজিত করা হয়েছে। গল্প দুটি হল থার্ড ক্লাস (Third Class) এবং নিধিরামের বেসাতি। (The Street Vendor)। গল্প দুটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শিবনারায়ণ রায়।

শ্রী শিবনারায়ণ রায় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকায়ও লিখে দিয়েছেন। এবং গ্রন্থ শেষে শ্রী সনৎকুমার গুপ্ত 'লেখকের কথা' শিরোনামে সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রে-র একটি পরিচিতিও দিয়েছেন।

ভূমিকায় শ্রী শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রকে 'আপাত অবিখ্যাত লেখক' বলে অভিহিত করেছেন। অবিখ্যাত না বলে প্রায় বিস্মৃত বলাই ভাল। কারণ তার রচনাও এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

এ হেন লেখকরে রচনা প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ। তবে এই কাজটি সুসম্পাদিত রচনাসংগ্রহ হিসেবে প্রকাশিত হলে ভাল হোত। এই গ্রন্থে মোট আটত্রিশটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের গ্রন্থগুলির আরও পরিচিত থাকা উচিত ছিল। কোন বিখ্যাত লেখকের রচনার সংগ্রহ প্রকাশ করতে হলে সেগুলো পূর্ণ পরিচয় সহ সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থের প্রকাশনা ও পরিবেশনা প্রশংসনীয়।

সরোজ মোহন মিত্র

বিবাদঃ রাধারমণ রায়
পরিবেশনাঃ দে বুক ষ্টোর
দামঃ সাত টাকা।

'বিবাদ' উপন্যাসটির মধ্যে জোতদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রাম বাংলার মানুষ কিভাবে লড়ছে, কিভাবে তারা এই শাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবে তারই জীবন্ত ছবি। গৌরদাস ও ময়না বউয়ের পালা গানের মধ্যে এই সংগ্রামের ইতিকথা। চরিত্রদ্বয় পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে। নবগোপাল চৌধুরী জোতদার এবং সে চিরকালের জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি। গ্রামের সহজ সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করার কৌশল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ। উপন্যাসিক এই ব্যবস্থার শিকার কারা তা সুন্দরভাবেই দেখিয়েছেন। তবে উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণ যতটা আছে চরিত্রগুলির বিকাশ সেই দিক থেকে আরেকটু হলে ভালো হত। বিজন, রমা, ফেলারাম, গোবরা, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি চরিত্র বড়ই সরলরেখ। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এদের বিকাশ দেখালে উপন্যাসটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। একমাত্র নেপাল চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক এই চরিত্রের বিকাশ দেখিয়েছেন। উপন্যাসের শেষাংশে নবগোপাল চৌধুরীর শোষণের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াকু মানুষ যে ভাবে তাকে প্রতিহত করেছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। উপন্যাসিকের রাজনৈতিক মতামত ও এখানে স্পষ্ট। কিন্তু সেই বক্তব্যের বাণীরূপ আরও শিল্প-সম্মত হওয়া প্রয়োজন ছিল। যে কোন উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রগুলিও ঘটনার বিকাশের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। তা শিল্প-সম্মত হয়ে ওঠে। অন্যথায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইয়েনান ফোরানের বক্তৃতায় মাও-ৎসে-তুং-এর মত বাস্তুবাদী দার্শনিকও সাহিত্যের এই শিল্পগুণের কথা অস্বীকার করেন নি। সাহিত্য ও শিল্প-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—"Works of art which lack artistic quality have no forece, however progressive they are politically.

অসিত সিংহ

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় সংহতি বিষয়ে আলোচনাচক্র

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ গোলপার্কের রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারের বিবেকানন্দ হলে গড়িয়ার সাহানা সংগীত শিক্ষায়তন আয়োজিত একটি সুন্দর আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'জাতীয় সংহতিতে সংগীত ও নৃত্যের ভূমিকা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে শিক্ষায়তনের প্রতিনিধি শ্রীসুনীল চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের দেশে যেখানে আরও বেশি করে ঐক্য ও সংহতি প্রয়োজন, সেখানে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের বিভেদ-চিন্তার ফলে সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে। মিলিতভাবে এই প্রবণতার বিরোধিতা না করলে দেশের সর্বনাশ ঘটে যাবে। আর সংহতির ক্ষেত্রে সংগীত ও নৃত্য বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

প্রধান অতিথি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন,—বই লিখে, বক্তৃতা দিয়ে যতটুকু করা যায় তার চেয়ে শতগুণ বেশি কাজ অতি দ্রুত সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে করা যায়। সংস্কৃতির এই দুই শাখা মানুষের কোমল হৃদয়বৃত্তির কাছে আবেদন পৌঁছে দেয়। মানুষ যেদিন উপলব্ধি করবে যে তার প্রথম ও শেষ পরিচয় মানুষ হিসেবে সেদিন সত্যিকার সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, উনিশ শতকের পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। স্বাধীনতার পরে সেই জাতীয় চেতনায় ফাটল ধরে বলে আজ সংহতির বিষয়টি নিয়ে এত গভীরভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। আজ শুধু জাতীয় সংহতির কথা চিন্তা করলেই চলবে না, আন্তর্জাতিক সংহতির বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে। আর সংগীত ও নৃত্য যে সংহতি-গঠনে অসাধারণ ভূমিকা নিতে পারে সে বিষয়ে কোনো বিতর্কের স্থান নেই।

শ্রীসুনীল কোঠারি জাতীয় সংহতিতে নৃত্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। 'সাহানা'র সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্র ঘোষাল আলোচনা-চক্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

নৃত্য ও সংগীত এই দুই অংশে আলোচনা-চক্রটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মণিপুরের প্রখ্যাত গুরু বিপিন সিং। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি.গোবিন্দন কুট্টি ও স্বনামধন্যা কত্থক নৃত্যশিল্পী রানী কারনা।

দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মণিপুর সরকারের শিল্প ও সংস্কৃতি অধিকর্তা শ্রীনীলকন্ঠ সিং। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রী অলোক সেন, শ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বাউল গায়ক শ্রী শ্যামল অধিকারী, শ্রী প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও একাডেমি অব ফোকলোরের অধিকর্তা অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী। আলোচনা পরিচালনা করেন শ্রী চৌধুরী। শ্রীমিহির ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জিয়াগঞ্জ অগ্রগামী সংঘের ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ৮ সেপ্টেম্বর লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জ-এ জিয়াগঞ্জ অগ্রগামী সংঘের পরিচালনায় এক দিনের নক আউট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে কলকাতার তিনখানি ও ২৪ পরগনার ক্যানিং-এর একটি দলও অংশ নেয়। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ক্যানিং এর নিকরী ঘাটা সর্বোদয় সংঘ এবং বাগান পাড়ার শক্তি সংঘ প্রতিদ্বন্দিতা করে। নিকারী ঘাটা সর্বোদয় সংঘ ১-০ গোলে শক্তি সংঘকে পরাজিত করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, মহকুমা ক্রীড়া আধিকারিক লালবাগ এবং পৌরোহিত্য করেন শ্রী প্রতুলকুমার সরদার মহকুমা তথ্য আধিকারিক লালবাগ। স্বাগত ভাষণ দেন অগ্রগামী সংঘের সভাপতি অধ্যাপক শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এ ছাড়া সহ সভাপতি শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত। ক্রীড়া সম্পাদক শ্রী সঞ্জীব নন্দী ও সম্পাদক শ্রী সুনীল রায় প্রমুখ। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী বন্দোপাধ্যায় বলেন যে একদিনের টুর্নামেন্টে ফুটবলের মান উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সেজন্য লীগ পদ্ধতিতে টুর্নামেন্ট চালানো উচিত। তাছাড়া বেশি সময় ধরে অনুশীলন করার কথা বলেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রী সরদার বলেন যে, খেলাধুলার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার মফঃস্বল এলাকার জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন যাতে করে গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার সুযোগ পায়। বর্তমান সরকারের খেলাধুলার কর্মসূচি সম্পর্কেও বলেন। অবশেষে খেলায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবাইকে আবেদন জানান।

রিষড়া পৌরসভার বর্তমান বোর্ডের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উৎসব

গত ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রিষড়া রবীন্দ্রভবনে উক্ত পৌরসভার বর্তমান বোর্ডের চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উৎসব প্রতিপালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্যের পৌরমন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর প্রধান অতিথিরূপে, শ্রী দিলীপ সরকার, পৌরপতি রিষড়া পৌরসভার সভাপতি হিসাবে এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভা সমিতির সম্পাদক ও চুচুড়ার পৌরসভার পৌরপতি শ্রী অমিয় নন্দী উপস্থিত ছিলেন।

পৌরমন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত শূর তাঁর ভাষণে বলেন বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পৌরসভাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। কংগ্রেস আমলে পৌরসভাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বরখাস্ত করে আমলাদের বসানো হয়েছিল, আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় জনপ্রতিনিধিদের হাতে সেই ক্ষমতা তুলে দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন শুধু কোলকাতা নগর উন্নতি করলেই কোলকাতার সমস্যা মিটবে না, বৃহত্তর কলকাতার উন্নতিসাধন করতে হবে। তাই নগর উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে ৩১টি পৌরসভার নগর উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। রিষড়া পৌরসভা নাগরিক কমিটি এবং কমিশনারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন অসুবিধার মধ্যেও কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচন করা হয়েছে, এবং ক্যাবিনেট সিস্টেম এবং গভর্ণমেন্ট আকারে উক্ত করপোরেশনের কাজকর্ম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন সল্টলেকে ইলেকট্রনিক্স্ শিল্পের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও সীমান্তবর্তী এলাকা বলে তা নাকচ করা হয়। প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ সত্ত্বেও হলদিয়ায় পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা স্থাপনেও কেন্দ্র নাকচ করায় রাজ্যের বেকার সমস্যার ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে বামফ্রণ্ট সরকার ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে উক্ত কারখানা স্থাপনে অগ্রণী হয়েছে এবং সরকার আশা করে যে, এই কারখানা স্থাপনে প্রায় ১ লক্ষ লোকের বিভিন্ন উপায়ে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

রিষড়া পৌরসভা আয়োজিত এ বছর

মাধ্যমিক পরীক্ষায় রিষড়ার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এবং কৃতি খেলোয়ারদের পুরস্কার ও মানপত্র মন্ত্রী মহোদয় তাদের হাতে তুলে দেন।

পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা সমিতির সম্পাদক ও চুচড়া পৌরসভার পৌরপতি শ্রী অমিয় নন্দী তার ভাষণে রিষড়া পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংশা করেন। তিনি বলেন ১৯৭৭ সনের পূর্বে পৌরসভাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর উক্ত পৌরসভাগুলির পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে নগর উন্নয়ন প্রকল্প চলছে। দেশকে যারা টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে জণগণকে সামিল হবার আহ্বান জানান।

পৌরপতি শ্রী দিলীপ সরকার তাঁর ভাষণে বলেন যে স্থানীয় নাগরিক কমিটি ও পৌরকমিশনারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই সময় সীমার মধ্যে ১৩ দফা উন্নয়ন মূলক কাজ যতটা সম্ভব করার চেষ্টা করেছি। পরিবেশ দূষণ বিষয়ে তিনি বলেন উক্ত দপ্তরের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আলোচনা তিনি চালিয়েছেন এবং এ বিষয়ে কতটা কাজ করা যায় তার জন্য বিভিন্ন স্থানে সেমির্নার করে সরকারের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান। বিগত ৪ বৎসর উক্ত পৌরসভা যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ করতে সক্ষম হয়েছে তার কিছুটা বর্ণনা দেন।

অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

সন্দীপন পাঠশালার নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য গত ১৯৮৫ সালে লাভপুরে প্রতিষ্ঠা করলেন সন্দীপন পাঠশালা। প্রতিষ্ঠিত হল তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের চন্ডী মন্ডপে। ঐ বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ এতদিন ছিল না। ঐ গৃহ তৈরি করে দিয়েছে লুথারিয়ার ওয়ার্লড সার্ভিস নামক সংস্থা। গত ২৩ অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় ঐ নব নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। ঐ গৃহ নির্মণের জন্য জমি দিয়েছে রাজ্য সরকার এবং তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের সহোদর শ্রীপার্ব্বতীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা পর্ষদের তদর্থক কমিটি সভাপতি শ্রীঅরুণ চৌধুরী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েৎ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সুনীল মজুমদার এবং বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন ৮৩ বছর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী বোমকেশ চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন লুথারারিয়ান ওয়ালর্ড সার্ভিসের মিঃ জোসেফ এবং মিসেস জোসেফ এবং তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের সহোদর শ্রীপার্ব্বতীশংকর বন্দোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় বীরভূম জিলা শিক্ষা পর্ষদের এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী শিক্ষনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ঐ সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষা নীতির গণ বিরোধী দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধান অতিথি শ্রী সুনীল মজুমদার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। বিশেষ অতিথি শ্রী ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এক লিখিত ভাষণে সন্দীপন পাঠশালার ইতিহাস ব্যক্ত করেন এবং তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার এই উদ্যোগের জন্য জিলা পর্ষদকে ধন্যবাদ জানান।

লুথিরিয়ান ওয়ালর্ড সার্ভিসের পক্ষ থেকে মিঃ জোসেফ বক্তব্য রাখেন মিসেস জোসেফ জিলা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির হাতে ১২টি বিদ্যালয়ের নব নির্মিত গৃহের চাবি তুলে দেন।

মহিলা একতার ডাকে গ্রামের ও শহরের আলোচনাচক্র

আই.পি.ডবলু. এসের মহিলা শাখা মহিলা একতার ডাকে গত ৩১ অগাস্ট, ১৯৮৫ সংস্থার কিসমত-ভরতপুর (ঝাড়গ্রামের) আশ্রমিক কেন্দ্রে এক সারাদিনের আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এতে একদিকে ছিলেন গ্রামের মেয়েরা যারা অনেকে কামিন খাটেন অথবা স্কুল-কলেজের কোন সুযোগ পাননি, আর একদিকে ছিলেন প্রখ্যাত মহিলা সংগঠকরা যেমন, মহিলা গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপিকা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, যৌথ মহিলা উদ্যোগের শ্রীমতী এলিজাবেথ চেরিয়ান আর লক্ষ্মী দে, মহিলা আইনজীবী সুজাতা মাহাত, গণ উন্নয়ন সংস্থার শ্রীমতী সুতপা সরকার, সি.সি.সি.এ.র মহিলা সংস্থা, 'মুক্তধারা'র শ্রীমতী রঞ্জনা ভট্টাচার্য হাওড়ার বস্তিতে শিশুদের শিক্ষাদানে রতা শ্রীমতী উমা দাস প্রভৃতি। প্রায় ১০০ আদিবাসী ও গ্রামীণ মহিলা এই সভায় মেয়ে শ্রমিকদের সমস্যা, বধূ নির্যাতন, পণপ্রথার বলি অসংখ্য নারীর বর্তমানের 'জলন্ত' সমস্যা এবং আদিবাসী ও হরিজন মহিলাদের ওপর উত্তর ভারতে ও অন্ধ্রে বর্বর অত্যাচার নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এই আলোচনাচক্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন সংস্থার সম্পাদিকা শ্রীমতী নন্দিতা বসু-মল্লিক। সমস্ত বক্তব্যগুলি নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষক-দিবসে সংবর্ধনা

গত ৫ সেপ্টেম্বর'৮৫ উত্তর রবীন্দ্রনগর বিবেকানন্দ জুঃ হাইস্কুলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের সম্মিলিত উদ্যোগে শিক্ষক-দিবস প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীবিজয় ঘোষ। স্থানীয় বৈদ্যনাথ ইন্‌স্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'প্রস্তুতি'র শিক্ষক দিবস সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ সভার অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে প্রতিপালন করা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রী অঞ্জন গোলদার, সম্পাদক শ্রী হীরালাল বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক শ্রী প্রদ্যোৎ কুমার বাগ্‌চি, শিক্ষক শ্রীমনোরঞ্জন মন্ডল, শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রী হরিদাসপাল, সুলতানপুর-২ গ্রামপ্রধান শ্রী হেমেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি ব্যারাকপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্রী বিমল গাঙ্গুলী, ছাত্র রাজা ব্যানার্জি, পিনাকী দত্ত, সংবর্ধিত শিক্ষকদ্বয় ও অনুষ্ঠানের সভাপতি।

সভায় বক্তাগণ প্রয়াত সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিনে শিক্ষকদিবস প্রতিপালনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষকদের প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে সমাজ-ব্যবস্থার অনুগামী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন শিক্ষকগণই সমাজ ও জাতিগঠনে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণে যখন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তখন শিক্ষকসমাজও তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা পালনে অবশ্যই তৎপর হবেন কারণ সার্বিক শিক্ষার সচেতনতাই তাঁদের পূর্ণমর্যাদা ও অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ।

প্রাক্তন শিক্ষকদ্বয়ের কর্মজীবনের ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে স্মরণ করে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিজ্ঞান পত্র ও উপহার প্রদান করা হয়।

এক ভাবগম্ভীর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে সভাটি সুসম্পান্ন হয়।

শিবলুনে সুকান্ত জন্মজয়ন্তী

কেতুগ্রাম থানার শিবলুন গ্রামে গত ১৬ অগাস্ট ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের স্থানীয় শাখার উদ্যোগে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিন পালন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ ও শ্রী মানস ব্যানার্জী। এই উপলক্ষে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ক এবং খ বিভাগে মধুমিতা ঘোষ, কবিতা মুখার্জী, নদীয়াচাঁদ প্রামাণিক, সনকা ঘোষ, বুদ্ধদেব ঘোষ এবং বাসন্তী ঘোষ যথাক্রমে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকার করে। সুকান্তের জীবন ও সাহিত্যের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রী তপোময় ঘোষ ও শ্রী বিকাশ চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানকে মনোগ্রাহী করে তুলতে সাহায্য করেন পাঁচুগোপাল ঘোষের কণ্ঠে সুকান্ত সংগীত।

মেস্কোর রবীন্দ্র নজরুল প্রণাম

লালবাগ 'মেস্কোর' পরিচালনায় গত ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ লালবাগ মিউনিসিপালিটি মাঠে রবীন্দ্র নজরুল প্রণাম নিবেদিত হয়। এই উপলক্ষে আবৃত্তি, বিতর্ক ও সংগীতের আয়োজন করা হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'কুসংস্কার ও সমাজিক প্রতিবন্ধকতা' প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী আবদুল সোমেন-উপশাসক ও উপ-সমাহর্তা, লালবাগ এবং লালবাগ নবাব বাহাদুর ইন্‌স্টিটিউশন্‌-এর একজন জিক্ষক। সংগীতানুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা রবীন্দ্র ও নজরুলগীতি পরিবেশন করে মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্থানীয় জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে।

কুইজ প্রতিযোগিতা

গত ১৫ অগাস্ট '৮৫ দমদম ক্যান্ট, মাটকল সমবায় পাঠাগার ও সমবায় সাংস্কৃতিক সংসদের যৌথ উদ্যোগে সকাল নটায় স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল ও সংগঠনের ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সী ছাত্র ও সভ্যদের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিয়োগিতায় একাধিক স্থানীয় স্কুল ও সংগঠনের ছাত্র ও সভ্যরা দলগত ভাবে অংশ গ্রহণ করে। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হয় চার তরুণ কে নিয়ে গড়া পাঠাগারের দলটি। ব্যক্তিগত ভাবে চ্যাম্পিয়ান হন আদর্শ সংঘের অরুণ গোস্বামী ও সাংস্কৃতিক সংসদের শিব প্রসাদ রায়। উক্ত কুইজের বিষয় ছিলো ঃ ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ও খেলাধূলা। প্রতিযোগিতাটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লক

শান্তিপুরের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার প্রারম্ভে নদিয়ার তদানীন্তন শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র প্রাচীন নবদ্বীপ থেকেই শুরু করার প্রয়োজন। প্রাচীন নবদ্বীপের উল্লেখ অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই রয়েছে। চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে।

"নানা দেশ থেকে লোকে নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপ পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।।"

বাংলায় পাল রাজাদের রাজত্বের কাল থেকে নবদ্বীপের তথা নদিয়ার শিক্ষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালে ফুলে ফলে পূর্ণতা লাভ করে।

এর পরবর্তী অধ্যায় নবদ্বীপ তথা নদিয়ার সাহিত্যাকাশে নেমে এসেছিল মধ্যাহ্নের অন্ধকার। বখতিয়ার খিলজির শাসন কালে নদীয়ার শিক্ষা ক্ষেত্রে নেমে এসেছিল অমানিশার গাঢ় অন্ধকার আর এই সময়ে বিনষ্ট হল পন্ডিতদের অমূল্যসৃষ্টি হাজার হাজার পুঁথি। আগুনে পুড়ে ছাই হল নবদ্বীপ তথা নদিয়ার সাহিত্য সাধনার ফল সমূহ।

সংস্কৃতি সংবাদ

শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় নবদ্বীপের হাজার হাজার মানুষ জাতিচ্যুত। শিক্ষা ও সাহিত্যের তীর্থ ক্ষেত্র নবদ্বীপ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আর এর অনিবার্য ফলস্বরূপ নিজেদের বাঁচার তাগিদে কিছু বুদ্ধিজীবী নবদ্বীপ থেকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেন। তাদের একটা অংশ চলে আসে গঙ্গার সন্নিকটে শান্ত শান্তিপুরে। আর সঙ্গে নিয়ে আসে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কয়েকটা বীজ। শান্তিপুরের উর্বর রসসিক্ত ভূমিতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পুষ্পে পল্লবে সুশোভিত হয়ে শানিতপুর বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়েশ্বর, রাজা গনেশের অনুপ্রেরণায় বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এই শান্তিপুর ব্লকের ফুলিয়া গ্রামের বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে। শান্তিপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিতেই প্রথম বাংলার কবিরা দরাজ কণ্ঠে গাইলেন সপ্তকাণ্ড বাংলা রামায়ণ।

বাংলায় হুশেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজস্ব সজীবতা ফেরত পেয়ে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয় সামনের দিকে। এই সময়ে শান্তিপুরের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রেনেসাঁসের যুগ। চৈতন্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা পর্যায় থেকে কাব্যের স্তরে পদার্পণ করিল। বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট করেছে আর বৈষ্ণব সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল নদিয়া জেলার শান্তিপুর ফুলিয়ার যবন হরিদাস, শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য এমন আরো শত শত বৈষ্ণবভক্ত গড়ে তুললো শান্তিপুরে বৈষ্ণবতীর্থ।

শান্তিপুরের রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রামচন্দ্র তর্কবাগীশ, শিবচরণ বিদ্যাবাচস্পতি, রাধাচরণ ন্যায় পঞ্চানন, রামসুন্দর ন্যায় বাচস্পতি এবং আরো অনেক শান্তিপুরের বিশিষ্ট মনীষী বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

চৈতন্যের পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতি চর্চায় প্রসিদ্ধ শান্তিপুরে শ্রী রাম গোস্বামী চন্দ্রশেখর বাচস্পতি রামনাথ তর্করত্ন প্রমুখ পন্ডিতবর্গের কর্মক্ষেত্র এই শান্তিপুর।

শান্তিপুর নিবাসী হরিমোহন প্রামাণিক সংস্কৃতি ভাষায় "কোকিলদূতম" নামক কাব্য এবং "কমলা করুণা বিলাসম" নাটক লিখে শান্তিপুরের সাহিত্য সাধনাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কবি করুণানিধান শান্তিপুরে বসে কাব্যচর্চা করেছেন তাঁর ঝরাফুল, শান্তিজল ধানদূর্বা, শতনরী কাব্যগ্রন্থ ভাষা ও ছন্দে বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। বাগআঁচড়ার তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক উপন্যাস স্বর্ণলতা, বেহালাবাদক, রামকমল, শ্যালক গডাড়র চন্দ্র চরিত বাংলা সাহিত্যের অনবদ্যসৃষ্টি। শান্তিপুরের দামোদর মুখোপাধ্যায়ের "নবাবনন্দিনী" উপন্যাস বাংলার পাঠক সমাজে সমাদৃত এ ছাড়া বিমলা, ও দু ভগিনী উপন্যাস তিনি লিখেছেন।

শান্তিপুর নিবাসী নলিনী মোহন সান্যালের "সুভদ্রাঙ্গী" উপন্যাস। মোজাম্মেল হকের ফেরদৌসী চরিত" বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ সম্পদ শান্তিপুরের রামপদ মুখোপাধায়ের "আবর্ত, শাশ্বত, পিপাসা" উপন্যাস রচনা

শেষাংশ ৩২০ পৃষ্ঠায়

গ্রামীণ সংবাদ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির

মালদা জেলার কৃষিজ বিপণন শাখার উদ্যোগে গত ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর'৮৫ দেওলা গ্রামে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য পাটের শ্রেণী বিন্যাস বিষয়ে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করে কৃষি বিপণন মালদাশাখার অধ্যক্ষ শ্রী এস দাস প্রশিক্ষণরত চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে পাটের এই শ্রেণী বিন্যাস চাষীরা শিখতে পারলে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। দ্বিতীয় দিনে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে জেলা তথ্য আধিকারিক শ্রী প্রশান্ত ধর বলেন যে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষীরা পাটের গুণগত মান নিজেরা ঠিক রাখতেপারবেন এবং ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবেন। তাছাড়া এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কৃষিজ উৎপাদনে অর্থনৈতিক সমতা আনবে।ভারতসরকারের বিপণন অধিকারের উপ-অধিকর্তা শ্রী এন সি হালদার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপণন অধিকর্তার পক্ষে পাট অধ্যক্ষ শ্রী এস বি সেনশর্মা পাট বিপণনের ক্ষেত্রে কৃষিজ বিপণন অধিকারের ভূমিকা বিস্তৃত আলোচনা করেন। পাটের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে টুলসীহাটার জে. সি. আই., ডি. পি. সি. ম্যানেজর ও কৃষি বিপণন শাখার পাট এ্যাসেসার শ্রী নিমাই চাঁদ ঘাটা চাষীদের হাতে কলমে শেখান। দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলি থেকে ২৫ জন চাষী যোগদান করেন

ভূমি সংস্কার ও আইনগত সাহায্য বিষয়ক আলোচনাসভা

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের পাৎলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবন সংলগ্ন মাঠে "ভূমি সংস্কার ও আইনগত সাহায্য" বিষয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল। এই বিষয়ে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে ভূমি সংস্কার'এর উপর বলেন শ্রী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কে জি.ও শ্রী পুরঞ্জিৎ সিংহরায়, জে.এল. আর.ও এবং মহকুমা এস.এল.আর.ও। আইন বিষয়ক সাহায্য প্রসঙ্গে বলেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী বিমলজ্যোতি মিত্র এবং ব্লক কমিটির বিভিন্ন সদস্য।এই দুই আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর কয়েকজন তাঁদের বক্তব্যে এই কথায় স্পষ্টভাবে জানান যে ভূমিসংস্কার-এর বিষয়ে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে যে জটিলতা রয়েছে এই ধরনের আলোচনাসভার মাধ্যমে তার আশানুরূপ লাঘব ঘটবে।

'সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান'-এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এই আলোচনাসভার আয়োজন করেন মহকুমা তথ্য দপ্তর। সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সদস্য শ্রী ললিতমোহন রায়। তথ্য মহকুমা আধিকারিক শ্রী বিমল রায় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এই জাতীয় সভার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন।

প্রায় পাঁচ শতাধিক শ্রোতা এই সভায় এসেছিলেন। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অগ্রদূত সংঘের ফুটবল প্রতিযোগিতা

গত ২৫ আগস্ট কুর্মিটোলা অগ্রদূত সংঘের পরিচালনায় এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট আটখানি দল এই খেলায় অংশগ্রহন করে। এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক শ্রী নির্মল দাস ও মহকুমা তথ্য আধিকারিক, শ্রীপ্রতুল কুমার সরদার। শ্রী দাস তাঁর ভাষণে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। শ্রী সরদার খেলাধূলার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচির কথা বুঝিয়ে বলেন। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন শ্রী প্রদীপ সাহা। খেলা শেষে বিভিন্ন অধিনায়কের হাতে শিল্ড তুলে দেন মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রী প্রতুল কুমার সরদার।

আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনী

৩০শে আগস্ট কান্দরা যুবগোষ্ঠী ক্লাব ও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে কান্দরা গ্রামে একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী এবং জাতীয় সংহতির উপর আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষাবিষয়ক নীতির উপর তথ্য ও চিত্র সম্বলিত পোস্টার দিয়ে প্রদর্শনী ও যুবগোষ্ঠী ক্লাবের প্রাঙ্গনে স্থানীয় ছাত্র-যুবক ও মহিলাদের উপস্থিতিতে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা তথ্য আধিকারিক জাতীয় সংহতির উপর আলোচনার সূত্রপাত করেন। বিভিন্ন বক্তাদের মধ্যে স্থানীয় যুবক উজ্জ্বল দত্ত, বিমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তব্য রাখেন। এই আলোচনাচক্রে প্রধান বক্তা অধ্যাপক অরুন বন্দোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া কলাপের বন্ধ করতে হলে বর্বমান সংবিধানকে সংশোধন করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ভারতীয় সংবিধান মূলতঃ রচিত হয়েছে ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন বিধির অনুকরনে। সেই কারণে এই সংবিধানে ভারতের জনগনের আশা আকাংখা সঠিকভাবে রূপ পায়নি। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী ভবানী চট্টোপাধ্যায় এই ধরনের আরো অনুষ্ঠানের আয়োজন তথ্য দপ্তর থেকে করার জন্য অনুরোধ রাখেন।

আলোচনা চক্র

রায়গঞ্জ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় মহকুমা তথ্য কেন্দ্রে ২০ আগস্ট বিকাল ৫টায় "পরিবেশ দূষণ এবং এর প্রতিকারে রাজ্য সরকারের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে রায়গঞ্জ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এবং স্থানীয় কিছু যুবক অংশগ্রহন করেন।

২১ অগাস্ট রায়গঞ্জ কর্ণঝোড়া জুনিয়ার হাইস্কুলে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সকাল ১১টায় পরিবেশ দূষণ এবং প্রতিরোধ শীর্ষক প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্রে বিদ্যালয়ের ৭ম ৮ম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সভাপতিত্ব করেন এবং কয়েকজন নির্বাচিত শিক্ষক দ্বারা গঠিত বিচারকমন্ডলী প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্বাচন করেন।

এই প্রতিযোগিতামূলক আলোচনাচক্র উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহে পরিলক্ষিত হয়। আলোচনাচক্র উপলক্ষে বিদ্যালয়ে মহকুমা তথ্য দপ্তর কর্তৃক "জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটি স্থানীয় জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ঋতুর নৃত্যগীতি পরিবেশিত হয় এবং প্রধান শিক্ষক সফল প্রতিযোগীদের প্রশংসাসূচক মানপত্র প্রদান করেন। রায়গঞ্জ মহকুমা তথ্য আধিকারিক সর্বপ্রথমে বাড়ির পরিবেশ নির্মল করবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগী হ'তে বলেন এবং অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রঘুনাথগঞ্জে নবনির্মিত রাম সেন সেতু উদ্বোধন

গত ৪ সেপ্টেম্বর'৮৫ জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রবেশমুখে খড়খড়ি নদীর উপর নবনির্মিত সেতুটি উদ্বোধন হয়। সেতুটির কাজ ১০.৮.৮১ তারিখে শুরু হয়ে ৩০.৮.৮৫ তারিখে শেষ হয়। সেতুটির দৈর্ঘ ৮৬.৪২ মিটার, প্রস্থ যানবাহন চলাচলের জন্য ৭.৫০ মিটার, পথচারিদের জন্য দুইপাশে ১.৫০ মিটার। সেতুটির তৈরি করতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৭.৫০ টাকা (যোগাযোগ সড়ক সহ)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত ও আবাসন মন্ত্রী শ্রী যতীন চক্রবর্তী সেতুটি উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শ্রী শীস মহম্মদ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কারা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী মহঃ আব্দুল বারি ও মুর্শিদাবাদ জেলার সভাধিপতি শ্রী নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রী চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন এই নবনির্মিত সেতুটি নির্মাণে নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজ রঘুনাথগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পুরণ করতে পেরে তিনি জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান এবং সাধারণের জন্য সেতুটি উৎসর্গ করেন। তিনি আরও বলেন আমরা কোন মিথ্যা প্ররোচনা বা আশ্বাস দিই না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আছে মিথ্যা কথা বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না করা। তিনি তাঁর শেষ ভাষণে বলেন এই সেতুটি মহকুমার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেনানী নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের অকৃত্রিম সুহৃদ প্রয়াত রাম সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিদর্শন হিসাবে "রাম সেন সেতু" নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই শহরের অন্যতম শ্রদ্ধেয় স্মরণীয় ব্যক্তি শরৎ পন্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামে খ্যাত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এই এলাকায় কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে এবং এই সেতুটিকে যে নিওন আলোয় সাজানো হয়েছে সেই আলোর বিদ্যুৎ ভাড়া যাতে মহকুমা পুরসভা বহন করে সেজন্য পুরসভার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

প্রধান অতিথি শ্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, আজ থেকে প্রায় ১০ বৎসর আগে পুরানো লোহার সেতুটিতে ১৯৭৫ সালে একটি ট্রাকের সঙ্গে রিকসার দুর্ঘটনা ঘটে এবং রিকসা চালক আলী নেঁওয়াজ মারা যায়। সেই সময় রিকসাচালক সমিতি ও স্থানীয় জনসাধারণ একটি নতুন সেতুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আবেদন জানান। বিভিন্ন সময়ে এই ছোট সেতুটিতে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার পর ১৯৮১ সালে সেতুটির কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৫ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এই সেতুটি রঘুনাথবাসীদের এবং পাশাপাশি এলাকায় কয়েক লক্ষ মানুষের সাথে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করে দিল। মন্ত্রী প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম সেনের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া তিনি জানান ভাগীরথী নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের আবেদন অনেকদিন ধরে চলে আসছে। এই সেতুটি তৈরি করা খুবই ব্যয় বহুল। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার একত্রে মিলে এই কাজ করা সম্ভব। এই বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট অতিথি শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারি বলেন, ভাগীরথীর উপর সেতুর প্রয়োজন আছে। এই সেতুটি হলে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের শুধু উন্নতি হবে না, গঙ্গার ধারের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক তথা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা সহজ হবে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি হবে। তিনি আরও বলেন এই বাঁধ যে আজ উদ্বোধন হল সেটির রক্ষণাবেক্ষণ জনগণকে করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে তিনি একটি বিদেশী গল্প বলেন। হল্যান্ডের একটি স্কুলের ছাত্র হান্স কিভাবে নিজে বাঁধকে রক্ষা করে সারা দেশকে রক্ষা করে, আমাদের দেশের ছেলেদের এইভাবে নিজের দেশকে ভালবাসতে হবে।

সভাধিপতি শ্রী নির্মল মুখার্জী সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং সর্বশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি বিধায়ক শ্রীশীস মহম্মদ ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ করেন।

ময়নাগুড়ি আঞ্চলিক শিক্ষক সম্মেলন

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ময়নাগুড়ি আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন গত ১১ আগস্ট ৮৫ বার্নেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী সুবোধ মিত্র। এবং শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন জেলা প্রতিনিধি শ্রী সুভাষ চৌধুরী, সদর মহকুমা সম্পাদক শ্রী সুনীল ভৌমিক, অবইতনিক সম্পাদক শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী ও অন্যান্যগণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বার্নেশ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। শ্রী পুতুল চ্যাটার্জী, শ্রীসীতেশ চক্রবর্তী, শ্রী দরেন রায় ও শ্রী রবীন্দ্রমোহন সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতি মন্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর সম্মেলন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন জেলার শিক্ষক আন্দোলনের নেতা শ্রী সুবোধ মিত্র। অবৈতনিক সম্পাদক শ্রী সুকুমার চক্রবর্তী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং এই প্রতিবেদনের উপর ছয় জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

পুরাতন মালদা ব্লকে বিশ্বসাক্ষরতা দিবস

গত ৮ সেপ্টেম্বর পুরাতন মালদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প অধিকারের উদ্যোগে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীপ্রবোধকুমার সুকুল। প্রধান অতিথি ছিলেন মালদা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীঅসিত দত্ত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঐ ব্লকের শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীবিশ্বনাথ কুন্ডু, শ্রীপ্রবীর চন্দ, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ ও মহকুমা তথ্য আধিকারিক। বক্তারা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকল্প আধিকারিক শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য। মাত্রাডাঙ্গা গ্রামের আদিবাসী বয়স্ক-শিক্ষার্থীরা লোকগীতি পরিবেশন করেন। এক আদিবাসী শিক্ষক প্রসঙ্গতঃ জানান যে, শিক্ষার প্রসারে লোকগীতিকে অনেকসময়েই তাঁরা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে সুফল পেয়েছেন।

আইনমন্ত্রীর আশ্বাসে দার্জিলিঙ বার এ্যাসোসিয়েশন-কর্মীরা কাজে যোগ দিলেন

গত ১৩ সেপ্টেম্বর দার্জিলিঙে বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী সৈয়দ হবিবুল্লাহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। প্রতিনিধিরা তাঁদের বহুদিনের দাবি দাওয়া সম্পর্কে আইনমন্ত্রীকে অবহিত করেন। শ্রী হবিবুল্লাহ তাঁদের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেন এবং বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে উত্থাপন করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

আলোচনার সময়ে পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীতামাঙ দাওয়া লামা উপস্থিত ছিলেন। বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যারা বেশ কিছু দিন ধরে দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে কর্ম থেকে বিরত ছিল। আইনমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁরা পুনরায় কাজে যোগদান করেন।

মালদার পাকুয়াহাটে শিক্ষক দিবস

'ধনধান্যপুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'-সংগীত মুখরিত পাকুয়াহাট প্রেক্ষাগৃহে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন উপলক্ষে পালিত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করলেন একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে মালদা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সভাপতি জেলা শিক্ষা পর্ষদ শ্রী দেবতোষ দত্ত। ৫ এবং ৬ সেপ্টেম্বর দুদিনব্যাপী এক শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করে শিক্ষক দিবস প্রতিপালিত করলেন মালদা জেলার বামনগোলা চক্রের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষকবৃন্দের এক যৌথ উদ্যোগে। এই শিক্ষাসম্মেলনে (১) গণমুখী শিক্ষাবিস্তারে শিক্ষক, অভিভাবক ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দের ভূমিকা (২) (ক) বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা (খ) বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন—বিষয়গুলির উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা হয়।

উদ্বোধনী দিবসে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদেবতোষ দত্ত এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার সদর মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রী মধুসূদন চৌধুরী এবং রাহুতাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পাঁচকাল হেমব্রম। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষক ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয় এবং স্থানীয় ছাত্রীবৃন্দ 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' সংগীতটি পরিবেশন করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

৫ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষকদিবস' হিসেবে পালিত এই দিনটিকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্বার্থক করে তুলেছেন উদ্যোগী শিক্ষকবৃন্দ 'আচার্যবরণ' করার মধ্য দিয়ে। বামনগোলা চক্রের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সর্বশ্রী অমূল্য মোহন মন্ডল, ভগীরথ সরকার, সুখচাঁদ সরকার, গণেশ বিশ্বাস, মহঃ ওয়াজেল্লা মোল্লাকে মানপত্র ও পুরস্কার প্রদান করে তাঁদের কৃত কর্মনিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ ছাড়া সর্বশ্রী পূর্ণচন্দ্র রায়, বলরাম সরকার, যোহন হেমব্রম, কুমুদরঞ্জন সরকার, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, বৈদ্যনাথ মাহাতো, পতিতপাবন দাম বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দেকে "আদর্শ শিক্ষক" হিসাবে সম্মানিত করা হয় মানপত্র প্রদান করে।

"বঙ্গীয় রেনেসাস বিচিত্রগামী কিন্তু সর্বত্রগামী হয়নি"—উক্তিটি করলেন বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চৌধুরী মহাশয়। গণমুখী শিক্ষাবিস্তারে শিক্ষক, বিদ্যালয়, পরিদর্শক অভিভাবক ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি বলেন যে, 'শিক্ষাকে আমরা কর্মমুখী করে তুলতে পারিনি কারণ রেনেসাসের নবজাগরণ বাংলার মাটির মানুষের কাছে পৌছতে পারেনি।

শিক্ষাকে গণমুখী করে তুলতে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁর আলোচনায়।

প্রাক্তণ বিধায়ক শ্রী নিমাই মুর্মু মহাশয় তাঁর বক্তব্যে "নিজের মঙ্গল, দেশের ও দশের সঠিক মঙ্গলসাধনই হল গণমুখী শিক্ষা" সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করেন, তাঁর মতে, বর্তমান শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক শিক্ষা, শিক্ষাতে অবশ্যই রুজি রোজগারের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে তিনি দাবি করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী দেবতোষ দত্ত পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্যকে উল্লেখ করে বলেন যে 'শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তুলতে হবে। সর্বতোভাবে বিকাশ সাধনই হল সার্বজনীন কথার মূল অর্থ। বাস্তবে অনেকসময় প্রকৃত অনুকূল পরিবেশের অভাবে শিক্ষাদান বাধাপ্রাপ্ত হয় শিক্ষকদের এই অভিমতকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে অগ্রসর হতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। নবশিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার যে নবমূল্যায়ন হয়েছে তা সফল করার দায়িত্ব শিক্ষককুলের। অভিভাবকদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলেন—'সরকার বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জলখাবার বিতরণ, অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছেন, এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে পাঠানোর দায়িত্ব রয়েছে অভিভাবকদের।

বিদ্যালয় পরিদর্শককুলের গণমুখী শিক্ষা প্রসারে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা অন্যতম কর্তব্য। গণমুখী শিক্ষাপ্রসারে পঞ্চায়েত থেকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের দায়িত্বের কথা সুন্দরভাবে তিনি ব্যক্ত করেন।

এদিনের সর্বশেষ অনুষ্ঠান হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাহুতাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত আদিবাসী নৃত্য প্রদর্শন। ছাত্রদের দ্বারা পরিবেশিত হয় কাঠিনৃত্য। ইনস্টীটিউট অব সেবক এ্যান্ড কালচার মালদা কর্তৃক পরিবেশিত হয় গম্ভীরা মুখোস নাচ। সন্ধ্যায় জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক এক শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর কুন্ডু, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (শিক্ষা পর্ষদ) মালদা, এবং মালদা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দুর্গাকিঙকর ভট্টাচার্য মহাশয় এবং শিক্ষকবৃন্দ।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর কুন্ডু মহাশয় "বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন" শীর্ষক আলোচনায় শিশুকে অঙ্কুরিত বীজ হিসেবে ধরে চারাগাছে রূপান্তরের নৈতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীনকালে আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষালাভের সুযোগ পেত এবং সেযুগে শিশু সাহিত্যও বিশেষ বিকাশলাভ বরেনি। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজে সাহিত্যেরও পরিবর্তন দরকার। এজন্য বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার মাধ্যমে এর উৎকর্ষসাধন করা হচ্ছে। নবশিক্ষাপদ্ধতির সফল রূপায়ণের জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, পরিদর্শক সকলকে গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন করে অগ্রসর হতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষক শ্রী অঞ্জনকুমার ঝা এবং শ্রীসুরেশকুমার সিংহ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শ্রী ঝা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থাকা বাঞ্ছনীয় শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষকের এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাপোকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

এই আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে শ্রী দেবতোষ দত্ত বলেন যে, শিক্ষার মূল্যায়ন শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশফেল দিয়ে না করে পূর্ববর্তী শ্রেণীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সার্থক হবে এবং এই মূল্যায়ন শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা দরকার। এজন্যে শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মালদায় এই ব্যবস্থা কার্যকর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

'বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা' প্রসঙ্গে আলোচনায় শ্রী যুক্ত দুর্গাকিঙকর ভট্টাচার্য মহাশয় বিভিন্ন তত্ত্বমূলক দিকের কথা এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতিগুলি উল্লেখ করেন। হান্টার কমিশনের মতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত একথা তিনি উল্লেখ করেন।

নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার বরবড়িয়ায় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আলোচনা সভা

সম্প্রতি ৫.৯.৮৫ রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের মহিলা ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি প্রকল্পগুলি পুনর্গঠন ও প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সহ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার পরিবার শিশু বিকাশ প্রকল্পগুলি পরিদর্শনকালে নদিয়া জেলার রানাঘাট ২নং ব্লকের বর্বরীয়া সমাজকল্যাণ কেন্দ্রে একটি আলোচনা সভায় মিলিত হন। সমীক্ষক দলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত, বিহারের শ্রীমতী বানারসী দেবী, ওড়িশ্যার শ্রীমতী জয়ন্তী পট্টনায়েক, সিকিমের শ্রীমতী ডি কে ভাণ্ডারী এবং প্রকল্পের উপ অধিকর্তা পি.এস. গাম্বীর।

উপস্থিত কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের সভানেত্রী শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত সীমান্ত অঞ্চলের প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এই রাজ্যে পর্ষদ প্রায় দেড় হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সমাজ কল্যাণ কাজকর্মের জন্য আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন। পর্ষদ বালয়ালী, বিভিন্ন কাজে নির্যুক্ত কর্মরতা মহিলাদের শিশুদের রক্ষণাগার, শিশু পুষ্টি, অনাথ আশ্রম, দুঃস্থা মহিলাদের সংক্ষিপ্ত মাধ্যমিক পাঠক্রম, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রভৃতি কর্মসূচি রূপায়িত করেছেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত আরো জানালেন, নারী নির্যাতন, পণ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বধূহত্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে জনমত গঠনের জন্য পর্ষদ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলির প্রতিনিধি, সমাজসেবী আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী ব্যুরো গঠন করা হয়েছে। এই ব্যুরোর উদ্দেশ্য আলোচনার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর বিরোধ মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করা। স্বামী-নির্যাতিতা মহিলারা আইনগত ও অন্যান্য সাহায্য পর্ষদের মাধ্যমে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই পর্ষদ কৃষ্ণনগর পংকজ আচার্য্য মহিলা নিবাসে একশত দুঃস্থা মহিলার পুনর্বাসন কাজ শুরু করেছে।

রানাঘাট ২নং অঞ্চল প্রকল্পের চেয়ারম্যান শ্রীমতী রাধারাণী মজুমদার এই প্রকল্পের অধীনে বরবড়িয়া বহিরগাছী, গাংনাপুর, এরুলি ও দপুয়াবাড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব অফিসগৃহ নির্মাণের জন্য অনুদানের বিষয় কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের নিকট আবেদন করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

বিষ্ণুপুরে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান

বিষ্ণুপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ময়রাপুকুর মিতালি সংঘের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুর শহরে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এক সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান পরিচালিত হয়। এই উদ্যোগে ভারত সরকারের বাঁকুড়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার দপ্তর অংশগ্রহণ করেন। আলোচনাসভা, গ্রুপ মিটিং, প্রচারপুস্তিকা বিতরণ ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক তথ্য সরবরাহ এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক মূল আলোচনাচক্রে স্থানীয় পৌর সভার সদস্য শ্রী স্বপন ঘোষ পরিবেশ উন্নয়ণে জনসাধারণের সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাঁকুড়া ক্ষেত্রীয় প্রচার আধিকারিক বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে পরিবেশ উন্নয়ণে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচি ব্যাখ্যাসহ এই ধরনের জনসংযোগ অভিযানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে শ্রী সোমনাথ রায়ের বক্তব্য বিশেষ অভিনন্দিত হয়। অনুষ্ঠান সভাপতি শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জালান সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শোভানগর সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান

শোভানগর ক্লাব ও লাইব্রেরী ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর শোভানগর গ্রন্থাগার ক্লাবে "গ্রামীণ উন্নয়ণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা"-এই বিষয়ের উপর আলোচনাচক্র, পোস্টার প্রদর্শনী ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসংযোগ অভিযান চালানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী পুতুল স প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী আব্দুল হালিম। স্বাগত ভাষণে জেলা তথ্য অধিকারিক, বলেন যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রামবাংলা অগণিত সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের সুবিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ফতেপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সদশ্য শ্রী দুলাল চন্দ্র ঘোষ বলেন যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন একদিকে যেমন অগণিত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষকে স্বাধিকারবোধের স্বীকৃতি দিয়েছে আর একদিকে জাতীয় উন্নয়ণকে সুনিশ্চিত করে তুলেছে। প্রধান অতিথির ভাষণে জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্রী আব্দুল আলিম বলেন যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জাতীয় অগ্রগতির পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত তিনি মালদা জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কিছু উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন। পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে আহ্বান জানান। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের বিশ্লেষণ করে মহকুমা তথ্য আধিকারিক বলেন যে একমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই দেশের মানুষকে অধিকারবোধ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে।

বাটানগরে অরণ্য সপ্তাহ পালন

গত ২৭ আগষ্ট বাটানগর সুইমিং ক্লাবের উদ্যোগে বাটানগরে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ থেকে মোট ৬০ টি চারাগাছ পাওয়া গিয়াছিল। গাছগুলি বাটানগরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো হয়।

অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী দীনবন্ধু জানা নিউল্যান্ড প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বন সৃজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা হয়। সুইমিং ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি এলাকার জনসাধারণ-এর মধ্যে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করে।

প্রশিক্ষণ শিবির

পাণ্ডুয়া-বলাগড় গ্রামীণ ব্যবহারিক বয়স্কশিক্ষা দপ্তর আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি ঘটলো গত ৪ সেপ্টেম্বর। গত ৩০ অগাস্ট বাকুলিয়া রাজেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউসনে অনুষ্ঠিত জেলার বিভিন্ন বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রের ১১৮ জন প্রশিক্ষক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন একতারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী কমিটির সদস্য সলিল ভট্টাচার্য।

শিক্ষার্থীরা বয়স্ক শিক্ষা ও কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোক শিক্ষা পরিষদের চার জন প্রতিনিধি এবং জেলা মুখ্য কৃষিকরণের তিনজন প্রতিনিধি শিক্ষার্থী শিবিরে শিক্ষা দেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের

চতুর্থদিনে হুগলি সদর মহকুমা তথ্য দপ্তর আয়োজিত "রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি" শীর্ষক এক সেমিনারে উক্ত শিক্ষার্থীগণ সহ স্থানীয় এলাকার গ্রামবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী জগন্নাথ পাঁজা, শ্রী নারায়ণচন্দ্র মুর্মু, শ্রীমতী ছবি শীল, শ্রীমতী ভগবতী মন্ডল, শ্রী পরেশ কোলে, শ্রীপ্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শ্রীনিমাই বন্দোপাধ্যায়। সেমিনারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শ্রীবিপ্লব দে, শ্রীক্ষেত্র কর্মী, পরে তথ্য দপ্তরের পোস্টার প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে প্রচুর জন সমাগম হয়।

বনগাঁয় সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে।

টালমাটাল পায়ে নিজের ছোট্ট পৃথিবীটাকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে যে শিশুটি কিংবা ধুলো কাদায় আজ যারা হামা দিয়ে ঘুরছে ভবিষ্যতে তারাই একদিন হবে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। আজকের এই শিশুদের হাতেই একদিন ছেড়েদিতে হবে বিশাল এই দেশটার দায়িত্ব। কোটি কোটি মানুষের হাজারও সমস্যার শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তুলে দিতে হবে তাদেরই হাতে।

কিন্তু লজ্জার হলেও আজও এই দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু ক্ষুধা আর অপুষ্টির শিকার। অংকুরিত হওয়ার আগেই এখানে ঝরে পড়ছে বহু সম্ভাবনা। বিপথগামী হচ্ছে বহু প্রতিভা। পর্যাপ্ত পরিমাণের কথাতো উঠেই না, এমনকি সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান পর্যন্ত তাদের জন্য করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অথচ আগামী দিনের সেই নাগরিকদের সুস্থ সবল ও সমাজ সচেতন করে গড়ে তুলতে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের সার্বিক বিকাশ। প্রয়োজন একই সংগে মানসিক ও শারিরীক বৃদ্ধি।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বনগাঁ ব্লক অফিসের পক্ষ থেকে রাজ্যসরকারের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পটিকে কার্যকরী করার এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর বনগাঁ ব্লকের অন্তর্গত ট্যাংরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে একটি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এর সূচনা করা হয়।

ট্যাংরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে সেদিন কচিকাঁচাদের কলরবের মধ্যেই শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সুজাতা বিশ্বাস ও বুলু বিশ্বাস তাদের শিশুকণ্ঠে 'তুমি নির্মল কর' এবং 'ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো' গান দুটি গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। এরপর বিভিন্ন বক্তা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ট্যাংরার অঞ্চল প্রধান শ্রী আকুল বিশ্বাস বলেন যে, এই কেন্দ্রটিতে এক থেকে ছয় বছরের মোট একশ জন শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বনগাঁ ব্লক উন্নয়ণ আধিকারিক তাঁর ভাষণে জানান যে বনগাঁ ব্লকে মোটা ২২৯টি এই জাতীয় কেন্দ্রখোলার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১০০টির জন্য অনুমোদনও পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫০ টি চালু মাদার এন্ড চাইল্ড সেন্টারকে সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে উন্নীত করা ছাড়াও নতুন ৫০ টি কেন্দ্রও খুব শীঘ্রই খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সভাপতির ভাষণে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী কেশব লাল বিশ্বাস দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই প্রকল্পটির তাৎপর্যব্যাখ্যা করেন। এই মুহূর্তে সমস্ত দরিদ্র শিশুদের এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে অদূর ভবিষ্যতে সরকারি প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করা সম্ভব হবে।

সবশেষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বনগাঁর মহকুমা শাসক বনগাঁ ব্লক অফিসের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। এ ছাড়াও ভারতীয় রেডক্রশ বনগাঁ শাখার চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে চ্যারিটেবিল হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি খোলার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় উপস্থিত প্রতিটি শিশুর হাতে একটি করে বেলুন ও লজেন্স তুলে দিয়ে।

কালনা মহকুমায় শিক্ষক দিবস উদযাপন

৫ সেপ্টেম্বর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্মদিন উপলক্ষে কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশেষ আড়ম্বরের সংগে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

সকালে মদন সিনেমা হলে কালনা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বিকালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রীতি ফুটবল খেলা হয়।

সন্ধ্যায় প্রাক্তন শিক্ষকদের মানপত্র প্রদান করার মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। নিম্নলিখিত শিক্ষকগণকে সম্মান জানানো হয়ঃ শ্রী শশাংক শেখর সেনগুপ্ত (মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক), শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ (অম্বিকা উচ্চ বিদ্যালয়), শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ পাল (অম্বিকা প্রা: বিদ্যালয়), শ্রী বিভূতি ব্যানার্জী (মিউনিসিপ্যাল প্রা: বিদ্যালয়), শ্রীমতী ছায়াময়ী বাগচি (লালবাগান-জি.এস.এস.পি)। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শশীবালা সাহা প্রা: বিদ্যালয় ও হিন্দু গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দা। শ্রীমতী মানসী পালের পরিচালনায় 'বর্ষশেষ' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। পরে সিনে সোসাইটি ও কালনা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী সুধীর দাস।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকৃষ্ণকুমার ভদ্র (পৌরপিতা), প্রধান অতিথি হিসাবে শ্রী শিবরাম ভট্টাচার্য ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সত্য চক্রবর্তী (এ.আই)। শ্রী কানাই পান মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তি শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

সংস্কৃতি সংবাদ
(৩১৫ পৃষ্ঠার পর)

করেন এবং তিনি প্রবাসী পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বর্তমান সময়েও বাংলা শিক্ষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াসে শান্তিপুরের তরুণ ও যুব সমাজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বাংলার সংস্কৃতিতে শান্তিপুরের স্থান খুবই উঁচুতে অধিষ্ঠিত। ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের বাহন। এই শান্তিপুরের বাচনভংগী খুবই মিষ্টি ও পরিষ্কার এটা সর্বজন সম্মত।

বাংলার কবিগানের জননী "হাফ আখড়াই" ও "আখড়াই" গানের সৃষ্টি এই শান্তিপুরে। কবি ভারত চন্দ্র রায় লিখেছিলেন।

"নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব,
নূতন নূতন ঠাটে খেড়ু শুনাইব।।

(খেড়ু অর্থাৎ খেঁউড় গান, নদিয়ার প্রাচীন সুপ্রচলিত লোকগীতি)

এই খেঁউড় গান থেকে কালক্রমে শান্তিপুরের বৈষ্ণব আখড়ার সৃষ্টি হয় আখড়াই গানের। আখড়াই গানের সুর ছিল টপপা গানের মতন। এই আখড়াই গান ফুলিয়ার হরিদাস ঠাকুরের পাটে রূপ পাল্টে হয়ে গেল হাফ আখড়াই গান।



গত ১০ সেপ্টেম্বর'৮৫, ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রদূত শ্রী হোয়াং আন টুয়ান এবং তাঁর সঙ্গী নগুয়েন ড্যান লঙ মৌলালী যুবকেন্দ্রে 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করছেন।

ছবি : সুমন্ত পত্রনবীশ



গত ৩১ অগাস্ট'৮৫ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী নির্মল বসু গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে আয়োজিত ইপিজেড-এর ওয়ার্কশপে রপ্তানী উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনাচক্রে ভাষণ রত। মঞ্চে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী পিএ সাংমা উপস্থিত আছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিন্টিং লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীয় পার্ক, কলিকাতা ৭০০০৮৮ হইতে মুদ্রিত